

আমল করি
জীবন গড়ি
সিরিজ ১।

বিলামিতা করবেন না

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনায্জিদ

ইমাম ও খতীব : মসজিদে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

সৌদিআরব

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম

দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

সূচী

আসুন, আমল করি; জীবন গড়ি	৯
ভূমিকা	১১
বিলাসিতার পরিচয়	১৩
বিলাসিতার আভিধানিক অর্থ	১৩
বিলাসিতার পারিভাষিক অর্থ	১৪
পবিত্র কুরআনে বিলাসিতার নিন্দা	১৫
১. বিলাসিতা জালিম ও কাফেরদের বৈশিষ্ট্য	১৫
২. বিলাসিতা পরকালের শাস্তির কারণ	১৬
৩. বিলাসিতা পার্থিব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে	১৮
৪. বিলাসিতা অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ	১৯
৫. বিলাসিতা নেক আমলে বিমুখ করে	১৯
৬. বিলাসিতা : তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ	২১
পবিত্র হাদীসে বিলাসিতার নিন্দা	২৩
বিলাসীরা! উৎফুল্ল হয়ো না	২৬
১. দুনিয়ার নেয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ	২৬
২. পার্থিব নেয়ামত পরকালের নেয়ামত হ্রাসের কারণ	২৯
৩. পার্থিব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে	৩৫



ধনাঢ্যতা ও বিলাসিতা কি পরস্পরকে আবশ্যক করে?	৪০
বিলাসিতার বর্তমান কিছু রূপ	৪৬
১. চুলের সাজগোছ ও যত্নে বাড়াবাড়ি	৪৬
২. পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যগ্রহণে বাড়াবাড়ি	৪৮
৩. অযৌক্তিক উচ্চ মূল্যে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পোশাকাদি ক্রয়	৪৮
চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করা	৫২
৪. পানাহারে বাড়াবাড়ি	৫৩
পানাহারে বিলাসিতার চিত্র :	৫৩
পানাহার-পাত্রাদিতে বিলাসিতার চিত্র :	৫৪
পানাহারালয় সক্রান্ত বিলাসিতার চিত্র :	৫৫
পানীয় ও ড্রিংকসে বিলাসিতার চিত্র :	৫৫
৫. বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাড়াবাড়ি	৫৬
৬. মোবাইল ফোন, আসবাব ও মূল্য	৫৯
৭. লেটেস্ট মডেলের গাড়ি সজ্জায়ন ও ব্যতিক্রমী নম্বর	৫৯
৮. বাড়ি নির্মাণ ও ডেকোরেশনে অতিরঞ্জন	৬০
৯. চাকর-বাকর ও ভৃত্য পরিচারিকার আধিক্য	৬০
১০. খেলাধুলা, বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে বাড়াবাড়ি	৬১
১১. বিখ্যাত ব্যক্তি ও সেলিব্রিটিদের ব্যবহৃত বস্তু কেনায়	৬২
বিলাসিতার কারণ	৬৩
অন্তরে বিলাসিতার বদ আছর	৬৭
১. অন্তর গাইরুল্লাহর দাসে পরিণত হয়	৬৭
২. আখেরাতে অনীহা ও দুনিয়াপ্রীতি সৃষ্টি হয়	৬৮
৩. অন্তর সর্বদা সুখের সন্ধানে থাকে	৬৮
৪. বিলাসিতা অন্তরের আরও বহুবিদ রোগ সৃষ্টি করে	৭০
৫. বিলাসিতা অপকর্ম ও অশ্লীলতায় প্ররোচিত করে	৭০
৬. বিলাসিতা দেহেরও বহু ক্ষতি করে	৭১
৭. বিলাসিতা সময় নষ্ট করে	৭১
৮. বিলাসিতা ইবাদতে অনাগ্রহী ও অলস করে তোলে	৭২
৯. হারাম পন্থায় উপার্জনে আগ্রহী করে তোলে	৭২
১০. বিলাসিতা পুরো সমাজ ধ্বংস করে ছাড়ে	৭৩

বিলাসিতা করবেন না

বিলাসিতার চিকিৎসা.....	৭৪
১. নফসকে আরাম-আয়েশ ও অলসতায় অভ্যস্ত.....	৭৪
২. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ভোগ্যসামগ্রী কম রাখা.....	৭৫
৩. নিজের চেয়ে ধনীদের দিকে না তাকানো.....	৭৮
৪. আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাররাস টেনে ধরা.....	৭৮
৫. দুনিয়াবিমুখ মনীষীদের জীবনী পড়া.....	৭৯
৬. সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু নেয়ামত ছেড়ে দেওয়া.....	৮৫
৭. পরোপকার করুন.....	৮৬
৮. দান-সদকা.....	৮৮
৯. চিরস্থায়ী ধনভান্ডার.....	৯০
১০. দরিদ্র ও সাধারণ মানুষদের পানাহারে শরিক হওয়া.....	৯৩
পরিশিষ্ট.....	৯৫

আসুন, আমল করি; জীবন গড়ি

আমলের জন্যই আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমলই আমাদের সাথে যাবে। হাদীসে আছে—

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ
فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

মুর্দারের সাথে তিনটি বস্তু যায়— পরিবার, (সামান্য কিছু) মাল ও তার আমল। এরপর দুটি বস্তু— পরিবার ও মাল ফিরে আসে; সজ্জা থাকে তার আমল। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৩৭৯]

আমার উস্তাদ মাওলানা মুয়াজ্জম হোসাইন ﷻ আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন—

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری

আমলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে জীবন;

সে জীবন হতে পারে জাহান্নামের, অথবা জাহান্নামের।

মাটি পুত্তলি এই মানুষ প্রাকৃতিকভাবে না বেহেশতী; না দোযখী।

আমলের মাধ্যমে জীবন কীভাবে গড়তে হয়, আরব-জাহানের বরেণ্য আলেমে দীন, বিশিষ্ট লেখক ও আলোচক শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আলমুনাজ্জিদ (হাফিয়াহুল্লাহ) একটি সিরিজে তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। সিরিজটিতে রয়েছে মোট ২২টি পর্ব। সবগুলোই আরববিশ্বে তুমুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমরাও সবগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যেহেতু অনেক বড় সিরিজ, সবগুলো একসাথে প্রকাশ করা মুশকিল। এজন্য কিছু কিছু করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই মুহূর্তে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি প্রথম সিরিজ ‘বিলাসিতা করবেন না’।

বিলাসিতা করবেন না

বিলাসিতা মানুষকে ভিতরগতভাবে দরিদ্র করে তোলে। অনেক কিছু থাকতেও নিজেকে বড় অভাবী মনে হয়। বিলাসিতা ছাড়তে পারলে শত অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও জীবন সুখময় হয়ে ওঠে।

এই পুস্তিকা যদি কোনো এক ব্যক্তিকেও বিলাসিতার গ্রাস থেকে মুক্তি দেয়, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ ﷻ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিপূর্ণ বদলা দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী

মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৪ রজব, ১৪৪০ হি. (০২/০৪/১৯ ইং)

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

হামদ ও সালাতের পর!

বিলাসিতা এমন এক ধ্বংসাত্মক রোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি, যা কোনো জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তাদের কর্মস্পৃহা, কর্মদক্ষতা, সজ্জকল্প ও গতিময়তা ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলে; এসব গুণের স্থানে জন্ম দেয় অলসতা, কুড়েমি, দুর্বলতা ও মন্থরতা। জাতির জীবনাচার ও বোধ-বিশ্বাসকে করে তুলে পার্থিব জীবনমুখী; ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় ঐটে দেয় পার্থিব জীবনের মায়া-মোহ ও ভালোবাসা-প্রীতি।

একইভাবে বিলাসিতা কোনো ব্যক্তির মাঝে বাসা বাঁধলে ব্যক্তিকে করে তোলে দুর্বল, অক্ষম ও শক্তিহীন। বিলাসিতা ব্যক্তির দুর্বলতা, অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার পরিচয় বহন করে। ব্যক্তিকে চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের পরিবর্তে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও কর্মহীনতায় উৎসাহিত করে।

তাই, এ ব্যাধির গুরুতরতা, ভয়াবহতা ও সর্বগ্রাসী অকল্যাণের কথা বিবেচনা করে এ নিয়ে আলোচনা করা এবং এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সংশোধনের চেষ্টা করা আমাদের সকলের জন্যই একান্ত জরুরি।
অতএব—

- বিলাসিতা মানে কী?
- বিলাসিতার ক্ষতি ও অনিষ্টগুলো কী কী?
- যে সমাজে এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে, তা সংশোধনের উপায় কী?

বিলাসিতা করবেন না

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা এ সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি।
পরিশেষে গ্রন্থটিকে মলাটবন্ধরূপে প্রকাশে যারাই কোনো না
কোনোভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সকলের কৃতজ্ঞা
আদায় করছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমাদের
নিয়ত ও যাবতীয় আমল পরিশুদ্ধ করে দিন। আমাদের হেদায়েত ও
কল্যাণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

— মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

বিলাসিতার পরিচয়

বিলাসিতার আভিধানিক অর্থ

التُّرْفَةُ অর্থ নেয়ামতের প্রাচুর্য। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَأَتَرْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম।
[সূরা মু'মিনুন : ৩৩]

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرْنَاهُمْ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল, যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। [সূরা হূদ : ১১৬]

﴿وَأَرْجَعُوْا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾

[তাদের বলা হয়েছিল] ফিরে এসো, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে। [সূরা আহযিয়া : ১৩]

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ﴾

আর যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদের পাকড়াও করব।
[সূরা মু'মিনুন : ৬৪]

﴿فَمَا لِلنَّاسِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾

মানুষ তো এমন, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মানিত করেছেন। [সূরা ফাজর : ১৫]

বিলাসিতা করবেন না

الرَّفَاهِيَّةُ [প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য], التَّعَمُّمُ [বিলাসিতা] এর সমার্থ শব্দ—
[স্বাচ্ছন্দ্য] ইত্যাদি।

বিলাসিতার পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় বিলাসিতা বলা হয়— ধনৈশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্যে ন্যায় ও
মধ্যপন্থার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া।

অতএব, বিলাসী সে, যাকে নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য
অবিবেচক ও অহংকারী করে তোলে। ফলে সে অধিক থেকে
অধিকতর বিলাসিতায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পানাহার, বাসস্থান ও বাহনের
ক্ষেত্রে নানামাত্রিক বিলাসিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার চেষ্টা করে।

পবিত্র কুরআনে বিলাসিতার নিন্দা

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিলাসিতার নিন্দা করেছেন। যেমন—

১. বিলাসিতা জালিম ও কাফেরদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ কাফেরদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

পাপিষ্ঠরা তো ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল, যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। [সূরা হূদ : ১১৬]

ইবনে জারীর ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ আমাদের জানাচ্ছেন, পূর্বেকার বহু উম্মত নিজেদের উপর জুলুম করেছে। তারা আল্লাহ ﷻ-কে অস্বীকার করেছে। দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে যেসব নেয়ামতরাজি ও ভোগ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছিল, তারা সেগুলোর অনুসরণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ-র আদেশের প্রতি বৃদ্ধাজুলি প্রদর্শন করেছে; অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। স্বেচ্ছাচারিতার জীবন বেছে নিয়েছে। মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র পথে বাধা দিয়েছে। এ সবই তারা করেছে পার্থিব জীবনে তাদেরকে যে বিপুল নেয়ামতরাজি দান করা হয়েছিল, তার কারণে। [তাফসীরে তবারী : ১৫/৫২৯]

বিলাসিতা করবেন না

২. বিলাসিতা পরকালের শাস্তির কারণ

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন-

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং, তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম : ৫৯]

কা'ব আল-আহবার ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ-র কসম! আমি আল্লাহর কালামে মুনাফিকদের এই গুণগুলো পাই- তারা অধিক শরাব পানকারী, অধিকহারে সালাত তরককারী, পাশা খেলায় অভ্যস্ত, রাতের সালাত [ইশা ও ফজর] অনাদায়ী রেখে শুয়ে থাকে, খাবারে বিলাসিতা করে, জুমার সালাত তরক করে। এরপর তিনি এ কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন-

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং, তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম : ৫৯]

পরম সৌভাগ্যের অধিকারী আস্থিয়াকে কেয়াম ﷻ ও তাঁদের অনুসারীগণ- যারা আল্লাহ ﷻ-র নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করেছেন, তাঁর আদেশসমূহ পালন করেছেন এবং নিষেধসমূহ বর্জন করেছেন, আল্লাহ ﷻ তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের আলোচনার পর ইরশাদ করেছেন- **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ** সেই সকল প্রিয়জনের পর তাঁদের স্থানে এল তাঁদের অযোগ্য বংশধররা, যারা **أَضَاعُوا الصَّلَاةَ** সালাত বিনষ্ট করল।

দ্বীনের স্তম্ভ ও সবচেয়ে উত্তম আমল সালাতই যারা বিনষ্ট করল, তারা যে অন্যান্য আমলের কোনো গুরুত্বই দিবে না, তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

সালাত বিনষ্ট করার অর্থ কী- উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল- সম্পূর্ণরূপে সালাত পরিত্যাগ করা। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী, ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও সুদী رحمهم الله এই মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে জারীর رحمهم الله ও এই মতই পছন্দ করেছেন। আর এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক উলামা ও আইন্মায়ে কেরাম সালাত ত্যাগকারীদের কাফের বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা দলীল হিসেবে জাবের رحمهم الله থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৭]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আমাদের ও তাদের [কাফের-মুশকিদের] মাঝে [মুক্তির] যে প্রতিশ্রুতি আছে, তা হচ্ছে সালাত। সুতরাং, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরী কাজ করল। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২১]

অপরদিকে কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম এ মতের সঙ্গে ভিন্নতা পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন, সালাত বিনষ্ট করার অর্থ হল- সালাত সঠিক ওয়াস্তে আদায় না করা।

এরপর আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন- **وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ** তারা কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী ও বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে নিমগ্ন থাকে এবং তার দ্বারাই তারা শান্তি লাভ করার চেষ্টা করে।

سُوءٌ يُلْقُونَ غِيًّا সুতরাং, অচিরেই তারা কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। অচিরেই তারা কেয়ামত দিবসে মহাক্ষতি ও তাদের অপকর্মের অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/১৫৮-১৫৯]

বিলাসিতা করবেন না

৩. বিলাসিতা পার্থিব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন-

﴿وَكَمْ قَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ فَلَمَّا
أَحْسُوا بِآسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ
فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾

আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল
জালিম এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। অতঃপর যখন
তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান
থেকে পলায়ন করতে লাগল। পলায়ন করো না এবং ফিরে
এসো, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের
আবাসগৃহে; সম্ভবত, কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে। [সূরা
আম্বিয়া : ১১-১৩]

ইবনে কাসীর ﷻ বলেন-

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

‘তোমরা পলায়ন করো না এবং ফিরে এসো, যেখানে তোমরা
বিলাসিতায় মত্ত ছিলে’, এটা তাদের প্রতি এক ধরনের বিদ্রূপ,
পরিহাস ও ধমকি। কেমন যেন তাদের বলা হচ্ছে- আযাব নাযিল
হতে দেখে কেন পলায়ন করছ?! পলায়ন করো না; বরং ফিরে
এসো যেখানে তোমরা নেয়ামতরাজি, ধনৈশ্বর্য ও বিলাসিতায় মত্ত
ছিলে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট আবাসগৃহে; তোমাদের প্রাসাদে!
[তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৩৩৫]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন-

﴿فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُئْرٌ مُّعْتَظَلٌ وَ
قَضِرَ مَشِيدٌ﴾

আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল
গুনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং
কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।
[সূরা হজ্জ : ৪৫]

৪. বিলাসিতা অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ

বিলাসিতার অনিষ্ট ও ক্ষতি কেবল বিলাসীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা অন্যদেরও গ্রাস করে থাকে। ফলে বিলাসীদের বিলাসিতার কারণে তারাসহ পুরো সম্প্রদায়ে ধ্বংস ও বরবাদি নেমে আসে। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾

আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার বিত্তশালী লোকদের উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ [দণ্ডাঙ্গা] অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬]

প্রিয় পাঠক!

আপনি নিজেও হয়তো সামাজিক জীবনে লক্ষ করেছেন, বিলাসীদের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মকতা শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সর্বদাই অন্যদের মাঝেও বিস্তার লাভ করতে থাকে। মানুষ তাদের ধনৈশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে [হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে] তাদের মতো হতে চেষ্টা করে; তাদের অনুসরণ ও অনুগমনের অব্যাহত কসরত চালিয়ে যেতে থাকে।

৫. বিলাসিতা নেক আমলে বিমুখ করে

বিলাসিতা মানুষকে নেক আমলের প্রতি বিমুখ করে তোলে। কল্যাণকর কাজে উদাসীন বানিয়ে দেয়। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সসব বিলাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যারা গরমের কারণে জিহাদের অভিযানে বের হতে পারেনি; বরং শীতল ও ছায়াদার স্থানে রয়ে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে—

﴿فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ

বিলাসিতা করবেন না

كَانُوا يَفْقَهُونَ

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, ‘এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।’ [হে নবী!] আপনি বলে দিন, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত! [সূরা তাওবা : ৮১]

গরম ও কষ্টের কারণে বিলাসীরা জিহাদের অভিযানে বের হয়নি। অভিযানে বের হওয়া তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে। ফলে তারা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও সুল্পতম আরামকে চিরস্থায়ী ও পূর্ণ সুখের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। প্রচণ্ডতম গরম, যার মাত্রা পরিমাপ করা যায় না, অর্থাৎ জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুনের অসহনীয় উত্তাপের পরিবর্তে সেই গরমকে ভয় করেছে, ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে যে গরম থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সকাল-সন্ধ্যায় যার উত্তাপ উধাও হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে না গিয়ে গৃহের ছায়ায় অবস্থান করা তখন ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক। তদুপরি সময়টি ছিল ফল পাকার মৌসুম। সুতরাং, এ সময় কেউ যুদ্ধে গেলে তাকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সীকার করে যেতে হবে। অধিকন্তু সফরটি ছিল দূরের সফর। তাই তা ছিল আরও বেশি কষ্টকর। এ সকল কারণে মুনাফিকরা তাবুকের যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতেই বসে রইল।

তাই আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন—قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা গরম থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে বসে রয়েছ, অথচ জাহান্নামের আগুন এ থেকে অনেক অনেক বেশি উত্তপ্ত।

— জাহান্নামের আগুন কতটা উত্তপ্ত?!

আবু হুরায়রা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন-

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ
لَكَافِيَةً قَالَتْ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াবে বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরও উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৬৫] [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৪৬৮]

৬. বিলাসিতা : তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ

আল্লাহ সঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾
﴿وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾

মানুষ তো এমন, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সঙ্কুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। [সূরা ফাজর : ১৫-১৬]

এই হচ্ছে বিলাসীদের অবস্থা। যখন আল্লাহ সঃ তাদের প্রশস্ত রিযিক ও বিপুল নেয়ামতদানে ধন্য করেন, তখন বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন; কারণ, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। আর যখন আল্লাহ সঃ বিভিন্ন অপছন্দনীয় বিষয় ও অবস্থার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করেন, তখন তাকদীরের প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলে;

বিলাসিতা করবেন না

অধৈর্য হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতি ও অবস্থায় ধৈর্য হারিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে।

- এর কারণ কী?

- কারণ, বিলাসিতা।

পক্ষান্তরে তারা যদি সহজ-সরল, অল্পেতুষ্টি ও অনাসক্তির জীবন যাপন করত, তা হলে অবশ্যই সেসব অবস্থা ও পরিস্থিতি নিজেদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত; মসিবতে সহজেই ধৈর্যধারণ করতে পারত। যেকোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারত। সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা ও শোকর আদায় করতে পারত।

একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে আমরা সকলেই বুঝতে পারব- দরিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করা ধনাঢ্যতার উপর ধৈর্যধারণ করার চেয়ে অনেক সহজ।

পবিত্র হাদীসে বিলাসিতার নিন্দা

মানুষের অন্তর যেন দুনিয়ার মোহে আসক্ত হয়ে না পড়ে, দুনিয়াবী সাধ-আহ্লাদ, সুখ-উপভোগ ও রঙ-তামাশায় মজে না যায়, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু হাদীসে বিলাসিতার নিন্দা করেছেন। অসংখ্য হাদীসে বিলাসিতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, সাবধান করেছেন; বিলাসিতায় মজতে নিষেধ করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا.

একদিন নবীজী রাঃ মিন্বারে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশপাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার পর তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি, তা এই যে, দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য [ধন-সম্পদ] তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৬৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫২]

আবু সাঈদ খুদরী রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবীজী রাঃ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا.

আমি তোমাদের ব্যাপারে এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে

বিলাসিতা করবেন না

দিবেন। জিজ্ঞেস করা হল, জমিনের বরকত কী? নবীজী বললেন, দুনিয়ার চাকচিক্য। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৯]

আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ.

নিশ্চয় দুনিয়া মিষ্টি সবুজ [সুসাদু, দর্শনীয়]। আল্লাহ তাআলা সেখানে তোমাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান, তোমরা কী কর! অতএব, দুনিয়া ও নারী থেকে তোমরা সাবধান থেকো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪২]

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ. قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِيثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاءِ. قَالَ فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا.

নবীজী সঃ-র এক সাহাবী মিসরে অবস্থানরত ফাযালাহ ইবনে উবাইদ রাঃ-র কাছে পৌঁছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কেবল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসিনি, বরং [আমার আগমনের কারণ] আমি এবং আপনি যে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সঃ-র কাছে শুনেছি, আশা করি সে সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে। তিনি বললেন, তা কোন বিষয়ে? তিনি বললেন, তা এমন এমন। তিনি বললেন, আপনি এক অঞ্চলের নেতা, অথচ আপনার মাথার চুল উষ্কখুষ্ক দেখছি? সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ

ﷺ আমাদেরকে অতিরিক্তি জাঁকজমক দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি [ফাযালাহ রাঃ] বলেন, আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? তিনি বলেন, নবীজী সঃ আমাদেরকে মাঝেমাঝে খালি পায়ে চলার আদেশ দিতেন। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৬০]

দেখা যাচ্ছে, নবীজী সঃ সাহাবায়ে কেরামকে কখনও কখনও খালি পায়ে চলার আদেশ করতেন, যেন তাঁদের পা শক্ত হয়; বিভিন্ন স্থানে চলাচলে উপযোগী ও অভ্যস্ত হয়।

আবু উমামা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبِدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبِدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ.

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর সামনে দুনিয়াদারি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি শুনতে পাও না! তোমরা কি শুনতে পাও না যে, পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ; পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৬১]

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সঃ আল্লাহ সঃ-র দরবারে এ দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের রিযিক প্রয়োজন পরিমাণ রাখুন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫৫]

অর্থাৎ আপনি তাদের এই পরিমাণ রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যেন তাদের কারও কাছে হাত পাততে না হয়; হাত পাতার লাঞ্ছনার শিকার হতে না হয়। আবার এই পরিমাণ প্রাচুর্যও যেন না হয়, যার ফলে তারা দুনিয়ার জীবনে বিলাসিতায় উৎসাহী ও উদ্বুদ্ধ হয়।

বিলাসিতা করবেন না

বিলাসীরা! উৎফুল্ল হয়ো না

১. দুনিয়ার নেয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ

আল্লাহ ﷻ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পার্থিব জীবনে বান্দার উপর নেয়ামতের প্রাচুর্য এক ধরনের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। ধনৈশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার প্রমাণ নয়— যেমনটা অনেক বিলাসী মনে করে থাকে। তাদের ধারণা— তাদের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাদের প্রতি আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির লক্ষণ।

না; এমন ধারণা ভুল। ধন-সম্পদ কখনও আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির লক্ষণ নয়; প্রমাণ নয়। তা ছাড়া আল্লাহ ﷻ কীভাবেই বা ওই গুনাহগার ও পাপাচারী বিলাসীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যে তাঁরই দেওয়া নেয়ামতকে অহংকার-অহমিকা, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে ব্যবহার করে?!

পূর্বের যামানার কাফেররাও এমনটাই ধারণা করত। তারা তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও সন্তানাদির আধিক্য দেখে বলত—

﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾

আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ; সুতরাং, আমরা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হব না।

[সূরা সাবা : ৩৫]

বস্তুত, কাফেররা এ কথা বলে গর্ব প্রকাশ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে ভালোবাসেন বলেই দুনিয়াতে অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী করেছেন। আর পৃথিবীতে

যেহেতু তিনি ভালোবেসেই তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী করেছেন, সেহেতু পরকালে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না; এটা সম্ভব নয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৬৫৮]

আল্লাহ ﷻ পরিস্কারভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের এ ধারণা সঠিক নয়; সম্পূর্ণ ভুল।

যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। [সূরা সাবা : ৩৭]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَبَهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ ۖ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾

ছেড়ে দাও আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী; আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি; নিত্যসজ্জী পুত্রবর্গ দিয়েছি; এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও সে আশা করে, আমি তাকে আরও বেশি দিই। কক্ষনোও নয়! সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। [সূরা মুদদাসসির : ১১-১৬]

— সে কি ধারণা করে, আখেরাতেও আমি তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করব?

— না; কক্ষনোও নয়।

অপর আয়াতে আল্লাহ ﷻ বিলাসীদের ব্যাপারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাদেরকে যে নেয়ামত দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হচ্ছে বা হবে, তা কেবলই অবকাশমূলক। আল্লাহ ﷻ পার্থিব জীবনে কিছুদিনের জন্য

বিলাসিতা করবেন না

তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। চূড়ান্ত বিচারে তিনি তাদের পাকড়াও করবেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে—

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা তাদেরকে দ্রুত মজ্জালের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? না; বরং তারা বোঝে না। [সূরা মু'মিনুন : ৫৫-৫৬]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এই চান, এ সবার কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। [সূরা তাওবা : ৮৫]

একই সূরার অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন—

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

সুতরাং, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এই চান, এ সবার কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। [সূরা তাওবা : ৫৫]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُذَاقُوا عَذَابَ مُهِينٍ﴾

কাফেররা যেন মনে না করে— আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়ে থাকি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে তারা পাপে উন্নতি করতে পারে। বস্তুত, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৮]

আরও ইরশাদ করেছেন—

﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾
﴿١٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾

অতএব, ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে তাদেরকে; আমি তাদেরকে [জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য] এমন ধীরে ধীরে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। [সূরা কলাম : ৪৪-৪৫]

২. পার্থিব নেয়ামত পরকালের নেয়ামত হ্রাসের কারণ

আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়েছেন, কিছু লোক আছে এমন, যাদের ভালো কাজ ও পুণ্যকর্মের ফলাফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। আখেরাতে তারা কোনো বিনিময় পাবে না। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾

যেদিন কাফেরদের জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ এবং সেগুলো ভোগও করেছ; সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা ছিলে পাপাচারী। [সূরা আহকাফ : ২০]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর রাঃ অনেক আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু খাবার ও পানীয় বর্জন করেছিলেন। আর তিনি বলতেন, আমার ভয় হয়— আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই কি না, যাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ স্বঃ ইরশাদ করেছেন—

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي﴾

বিলাসিতা করবেন না

حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا 'তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ।

আবু মিজলায رضي الله عنه বলেন, কেয়ামতের দিন কিছু মানুষ তাদের নেক আমলসমূহের কোনো প্রতিদান দেখতে পাবে না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা তো তোমাদের নেক আমল ও পুণ্যসমূহের বিনিময় দুনিয়ার জীবনেই সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছ। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৭/২৮৫]

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় বহু মানুষ পার্থিব জীবনে কৃত তাদের পুণ্যকর্ম ও নেক আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যেগুলোর কোনো প্রতিদান তারা দেখতে পাবে না। তখন তাদের জানানো হবে— দুনিয়ার জীবনে তোমরা আরাম-আয়েশ, সুখ-আনন্দ ও বিভিন্ন নেয়ামত-ভোগের মাধ্যমে তোমাদের কর্মফল নিঃশেষ করে ফেলেছ!

এ জন্যই সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের উত্তরসুরিগণ পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভার ও নেয়ামতরাজি কম ভোগ করেন। যেন এর বিনিময় ও প্রতিদান তাঁরা পূর্ণরূপে আখেরাতে লাভ করতে পারেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উমর رضي الله عنه আমাকে গোশত বহন করে নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, জাবের! এগুলো কী?

আমি বললাম, এগুলো গোশত। এক দিরহাম দিয়ে কিনেছি। ঘরের নারীরা গোশতের আগ্রহ করেছে।

আমার জওয়াব শুনে উমর رضي الله عنه বললেন, তোমাদের কেউ কোনো কিছু চাইলেই কি তা পূরণ করা হয়? তোমাদের কেউ কি তার পেটকে গুটিয়ে রাখতে পারে না তার প্রতিবেশী ও চাচাতো ভাইদের জন্য? [এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা] তা হলে এই আয়াত যাবে কোথায়—

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

তোমরা তো তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ! [আদুররুল মানছুর : ৭/৪৪৭]



উমর রাঃ মাঝে মাঝে বলতেন, যদি আমি চাইতাম, তা হলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও সবচেয়ে কোমল পোশাকের অধিকারী হতে পারতাম। কিন্তু আমি আমার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ [আখেরাতের জন্য] সঞ্চার করে রেখে দিচ্ছি। [তাফসীরে তবারী : ২২/১২০]

হাফস ইবনে আবুল আস রাঃ অধিকহারে উমর রাঃ-র সাক্ষাতে আসতেন। কিন্তু যখনই উমর রাঃ তাঁর সামনে কোনো খাবার এগিয়ে দিতেন, তিনি তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। একদিন উমর রাঃ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের খাবারের ব্যাপারে তোমার কী আপত্তি?

হাফস ইবনে আবুল আস রাঃ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমার পরিবার আমার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও নরম খাবার তৈরি করে। তাই এ খাবারের পরিবর্তে আমি তাদের খাবারই গ্রহণ করি।

উমর রাঃ বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক! তুমি কি দেখ না, যদি আমি চাইতাম, তা হলে অল্প বয়স্ক হুটপুট একটি বকরি জবাই করার আদেশ দিতে পারতাম। অতঃপর তার চামড়া ও পশম পরিষ্কার করতাম। তারপর ময়দা তৈরির আদেশ দিতাম। অতঃপর তা কাপড়ে চেলে মিহি করে পাতলা রুটি বানানো হত। তারপর এক সা' কিশমিশ ঘি এর মধ্যে মিশিয়ে পাকানোর আদেশ করতাম।

উমর রাঃ-র কথা শুনে হাফস ইবনে আবুল আস রাঃ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি তো দেখছি আপনি উৎকৃষ্ট ও কোমল খাবার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন!

উমর রাঃ বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক! কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কেয়ামতের দিন আমার নেকী ও পুণ্য কমে যাওয়া অপছন্দ না করতাম, তা হলে অবশ্যই আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের নরম-কোমল খাবারে অংশগ্রহণ করতাম। [আদুররুল মানছুর : ৭/৪৪৭]

বিলাসিতা করবেন না

হাফসা বিনতে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একবার তাঁর পিতা [উমর রাঃ]-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার এমন কী ক্ষতি হয়, যদি আপনি আপনার এই কাপড়ের তুলনায় আরেকটু নরম-কোমল কাপড় পরিধান করেন? আপনার এই খাবারের তুলনায় আরেকটু উৎকৃষ্ট খাবার গ্রহণ করেন? আল্লাহ স্বঃ তো পৃথিবীর বহু অঞ্চল আপনার অধীনস্থ করেছেন! বহু অঞ্চলের বিজয় দান করেছেন! আল্লাহ স্বঃ তো আপনার জন্য প্রশস্ত রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন!

উমর রাঃ বললেন, তুমি কি জান না, রাসূলুল্লাহ স্বঃ কত কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন! এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ স্বঃ জীবনে সে সকল কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তার কিছু বিবরণ দিলেন। এক পর্যায়ে হাফসা রাঃ-কে কাঁদিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, আমি তোমাকে বলেছি, আমার দু'জন বন্ধু আছেন। যদি আমি তাঁদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলি, তা হলে তাঁদের সঙ্গে যে আচরণ করা হবে তার ব্যতিক্রম আচরণ করা হবে আমার সঙ্গে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি কষ্টকর জীবন যাপনে তাঁদের অনুসরণ করব। যাতে [আখেরাতে] তাঁদের আনন্দময় জীবনেও আমি তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারি।

উমর রাঃ তাঁর দুই বন্ধু বলে রাসূলুল্লাহ স্বঃ ও আবু বকর সিদ্দীক রাঃ-কে বুঝিয়েছেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ৩৪৪৩৪]

উমর রাঃ যখন শামে এলেন, তখন তাঁর জন্য উন্নত খাবার তৈরি করা হল, যা তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। তা দেখে তিনি বললেন, এই খাবার যদি আমাদের জন্য হয়, তা হলে সেসকল দরিদ্র মুসলমানের জন্য কী থাকবে, যারা মৃত্যুর পূর্বে কোনোদিন যবের রুটি দিয়েও পেট পূর্ণ করতে পারেননি?!

এ সময় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাঃ বললেন, তাঁদের জন্য জ্ঞাত।

উমর রাঃ-র চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। বললেন, আমাদের অংশে যদি থাকে খড়কুটো আর তারা যদি জ্ঞাত নিয়ে চলে যান, তা হলে

তো তাঁরা আমাদেরকে বহু দূরে ছেড়ে গেলেন! [তায়সীরে তবারী : ২২/১২০]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا إِزَارُ
وَأَمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَغْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا
مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্যাকে দেখেছি, তাঁদের কারও গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়তো ছিল কেবল লুঙ্গি কিংবা ছোট চাদর, যা তাঁদের ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। [নীচের দিকে] কারোটা নিসফে সাক বা হাঁটু পর্যন্ত আর কারোটা টাখনু পর্যন্ত ছিল। লজ্জাস্থান দেখা যাবার ভয়ে তাঁরা হাত দিয়ে কাপড় ধরে রাখতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪২]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا
كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرُ سَبِيلٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন কোনো ভিনদেশী মুসাফির কিংবা একজন পথিক। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬]

আর ইবনে উমর رضي الله عنه বলতেন—

إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصُّبْحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ
مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.


তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে ভোরের অপেক্ষা করো না আর ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার অসুস্থ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

বিলাসিতা করবেন না

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সাঃ ইরশাদ করেছেন-

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জাহ্নাতুল্লা।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস
নং ৪১১৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩২৪]

কাতাদা  বলতেন, আল্লাহর কসম! তোমরা জান, কেয়ামতের দিন
বহু মানুষ তাঁদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেখতে পাবে না বা পেলেও
কম পাবে। অতএব, কারও পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তা হলে সে যেন
তার পুণ্যকর্ম ও নেকীগুলো [আখেরাতের জন্য] রেখে দেয়। আল্লাহ
ছাড়া কারও কোনো ক্ষমতা নেই। [তাফসীরে তবারী : ২২/১২০]

অনাড়ম্বরপূর্ণ ও সাদাসিধে জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং দুনিয়ার নেয়ামত দেখে ধোঁকায় নিমজ্জিত হতে সতর্ক করে আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের
গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। [সূরা আনকাবুত : ৬৪]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿الْهَكْمُ التَّكَاثُرُ﴾ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٨﴾ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٩﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿١٠﴾

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে; যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে যাবে। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে যাবে। কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে; অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই

বিলাসীরা! উৎফুল্ল হয়ো না

দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা তাকাসুর : ১-৮]

অপর এক আয়াতে তিনি সতর্ক করে বলেছেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে; এবং সেই প্রবঞ্চক [শয়তান] যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। [সূরা ফাতির : ৫]

৩. পার্থিব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে

দুনিয়ার জীবনে বান্দা যেসব নেয়ামত লাভ করে, যেসব নেয়ামতের মাঝে জীবন যাপন করে, কেয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে— সে কি তার যথাযথ শোকর আদায় করেছিল? না কৃতঘ্ন হয়েছিল?

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।
[সূরা তাকাসুর : ৮]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম মুজাহিদ ﷺ বলেন, পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-সম্ভার ও আনন্দ-উপভোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
[তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৪৭৭]

সাইদ ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, এমনকি মধু পান সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৪৭৭]

বিলাসিতা করবেন না

হাসান বসরী রাঃ বলেন, সকাল-বিকালের আহাৰ নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। [সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।] [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৪৭৭]

আবু কিলাবা রাঃ বলেন, মধু, ঘি ও ময়দার রুটিও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। [সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।] [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৪৭৭]

হাসান বসরী ও কাতাদা রাঃ বলেন, কেয়ামতের দিন কেবল তিনটি বিষয়ে বনী আদমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এর বাইরে যা কিছু আছে, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; হিসাব নেওয়া হবে। তবে আল্লাহ স্বঃ কারও ব্যাপারে ব্যতিক্রম চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। [সেই তিনটি বিষয় হচ্ছে—] [১] যে কাপড়ের সাহায্যে সে তার সতর ঢেকে রাখে। [২] যে রুটির টুকরো [খাবার] দিয়ে সে জীবন ধারণ করে। [৩] যে ঘরের ছায়ায় সে বসবাস করে। [তাফসীরে তবারী : ২৪/৫৮৬]

প্রিয় পাঠক!

আপনি ইসলামী প্রজন্মের সুমহান তিন ব্যক্তিত্ব— রাসূলুল্লাহ স্বঃ, আবু বকর সিদ্দীক ও উমর রাঃ-র ঘটনাটিই একটু দেখুন না। আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ স্বঃ ঘর থেকে বের হয়ে আবু বকর ও উমর রাঃ-কে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে এ সময় ঘর থেকে বের করেছে? তাঁরা জওয়াব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ক্ষুধার যন্ত্রণা। রাসূলুল্লাহ স্বঃ বললেন, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদেরকে যে জিনিস ঘর থেকে বের করে এনেছে আমাকেও সে জিনিসই বের করে এনেছে, চলো।

অতঃপর তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ স্বঃ-র সাথে চলতে লাগলেন। এক সময় তিনি এক আনসারীর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। তখন ওই আনসারী বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ স্বঃ-কে দেখে বললেন, ‘মারহাবা ওয়া আহলান!’

রাসূলুল্লাহ স্বঃ জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়?



আনসারীর স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গেছেন।

এরই মধ্যে ওই আনসারীও এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর দুই সাথিকে দেখে আনন্দে বলে ওঠলেন— আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য! আজ মেহমানের দিক থেকে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।

এরপর তিনি গিয়ে খেজুরের একটি ছড়া নিয়ে এলেন। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনো খেজুর ছিল। অতঃপর বললেন, আপনারা এ থেকে খান। এ বলে তিনি [ছাগল জবাই করার জন্য] ছুরি হাতে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরি জবাই করবে না।

এরপর আনসারী বকরি জবাই করলে তাঁরা বকরির গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন। পানি পান করলেন। সকলে ক্ষুধা নিবারণ করলেন। তৃপ্ত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا التَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعَ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا التَّعِيمُ.

কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কেয়ামতের দিন এ নেয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছে, অথচ এ নেয়ামত লাভ না করে তোমরা প্রত্যাবর্তন করনি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৮]

প্রিয় পাঠক!

ইসলামী উম্মাহর সুমহান এই তিন ব্যক্তিত্বই যদি এ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন, তা-ও আবার এমন নেয়ামত, যা একবার মাত্র লাভ হয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষুধার পর! তা হলে আমরা যারা প্রতিদিন তিন বেলা নিয়মিত আহার করি, তাদের অবস্থা কী হবে?!

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

বিলাসিতা করবেন না

مَا شَيْعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامٍ بَرٍّ
ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

মুহাম্মাদ ﷺ-র পরিবারবর্গ মদীনায়ে আসার পর থেকে এক
নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি এবং এ
অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং
৬৪৫৪]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন-

كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لَيْفٍ.
রাসূলুল্লাহ ﷺ-র বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি এবং তার ভেতরে
ছিল খেজুরের ছাল। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৬]

কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مَرْقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاءَ سَمِيطًا
بَعَيْنِهِ قَطُّ.

আমরা এমন অবস্থায় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-র কাছে
গেলাম যে, তাঁর পাচক [মেহমানদারির জন্য] দাঁড়ানো ছিল।
আনাস (রাঃ) বললেন, আপনারা খান। আমি জানি না, নবীজী ﷺ
ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন কি না। আর তিনি
কখনও ভুনা বকরির গোশত দেখেননি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং
৬৪৫৭]

উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আয়েশা (রাঃ) তাঁকে
বলেছেন-

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ
الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جِزْرَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ.

[হে ভাগ্নে] আমরা দু' মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু [এর মধ্যে] রাসূলুল্লাহ ﷺ-র ঘরগুলোতে আগুন জ্বলত না। আমি বললাম, তা হলে আপনারা দিনাতিপাত করতেন কীভাবে? তিনি [আয়েশা রা.রা.আ.লিহা.স.সা.ম.] বললেন, কালো দু'টি বস্ত্র; খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কিছু আনসার প্রতিবেশীর কতগুলো দুধওয়ালা প্রাণী ছিল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা দিত। আমরা তা-ই পান করতাম। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৯]

বিলাসিতা করবেন না

ধনাঢ্যতা ও বিলাসিতা কি পরস্পরকে আবশ্যক করে?

বিলাসিতার ভিত্তি সাধারণত ধনাঢ্যতার উপরই হয়ে থাকে। তবে ধনাঢ্যতা বিলাসিতাকে আবশ্যক করে না। বহু ধনী কৃচ্ছতার জীবন যাপন করেছে। এমনকি অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বহু ধনী এমনই কৃপণতার জীবন যাপন করেছে, যা তার পরিবার-পরিজনকে নিদারুণ কষ্ট ও সংকটে ফেলে দিয়েছে; পরিবারকে অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

অপরদিকে বহু দরিদ্র লোক ভোগ-বিলাস, সুখোপভোগ ও বিলাসসামগ্রী জোগাড় করতে এবং রঙ-তামাশা ও বিনোদনের আসবাব-উপকরণ অর্জন করতে তেমনই মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহী ও লোভী ছিল। যার ফলে দেখা গেছে, এক সময় ধার-কর্জ ও ঋণের বিরাট পাহাড় তার উপর চেপে বসেছে!

একইভাবে ‘যুহদ’ [আড়ম্বরহীন, সাদাসিধে ও সহজ-সরল জীবন যাপন] দারিদ্র্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বহু ধনী, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ অঢেল ধন-সম্পদ ও নেয়ামতের প্রাচুর্য দান করেছেন, তারাও ‘যুহদপূর্ণ’ জীবন যাপন করেছেন।

প্রিয় পাঠক!

আমার কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ তার ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ ও মালিকানাভুক্ত যাবতীয় বিষয়াশয় থেকে মুক্ত হলে তবেই

ধনাঢ্যতা ও বিলাসিতা কি পরস্পরকে আবশ্যক করে?

কেবল বিলাসিতা থেকে বাঁচতে পারবে— বিষয়টি এমন নয়; বরং এটা সম্ভব এবং খুবই সম্ভব, একজন মানুষ এতসব কিছু সত্ত্বেও বিলাসী হবে না; বিলাসিতার জীবন যাপন করবে না। সে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে; নিজের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করবে, দরিদ্র অসহায় ও দুঃস্থদের দান-খয়রাত করবে এবং এই পরিমাণ সম্পদ রেখে দিবে, যা দিয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবন টিকে থাকে।

নবীজী ﷺ-র কাছে যদি কখনও কারও ব্যাপারে এমন সংবাদ পৌঁছত যে, অমুক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমার বাইরে ‘যুহদ’ এখতিয়ার করতে চায়, তা হলে তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। যেমন, আনাস ইবনে মালেক রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

একবার তিন জনের একটি দল নবী কারীম ﷺ-র ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নবী ﷺ-র স্ত্রীদের বাড়ি এলেন। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হল, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করলেন এবং বললেন, নবী ﷺ-র সাথে আমাদের তুলনা হতে পারে না। তাঁর তো আগে-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে! এমন সময় তাদের একজন বললেন, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করব। অপরজন বললেন, আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব এবং কখনও

বিলাসিতা করবেন না

বাদ দিব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব।
কখনও বিয়ে করব না।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ওইসব লোক, যারা এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ ﷻ-কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে বেশি তাঁর প্রতি অনুগত; অথচ আমি সিয়ামও পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং, যারা আমার সূনাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০১]

পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি থেকে বিরাগী থাকা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দ নয় এবং এটা কোনো নবী-রাসূলের দ্বীনের অংশও নয়। [আয-যুহদ ওয়াল ওরা' ওয়াল ইবাদাহ : ৭৩-৭৪]

যুহদ এর প্রকৃতি ও সারকথা হচ্ছে, দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে অন্তর লেগে থাকবে না। ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, পদ-পদবি, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কোনো কিছুর সঙ্গেই অন্তর বাঁধা থাকবে না।

মূলত ধন-সম্পদ উপার্জন ও ধনাঢ্যতা খারাপ কিছু নয়, যদি তার ভিত্তি হকের উপর হয়। সঠিক পন্থায় উপার্জন এবং শরীয়তসিদ্ধ খাতে ব্যয়করণ—কোনোটাই দোষণীয় নয়। তবে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক সময়ই সম্পদ ও ধনাঢ্যতার সাথে বিলাসিতা ও অপচয়-অপব্যয় যুক্ত হয়ে পড়ে। এটাই খারাপ, এটাই নিষিদ্ধ। অপচয়-অপব্যয়ের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে কঠোর ভাষায় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন—

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا﴾ (২১) إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

ধনাঢ্যতা ও বিলাসিতা কি পরস্পরকে আবশ্যক করে?

আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, التَّبْذِيرُ অর্থ অন্যায়ভাবে ব্যয় করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ ও এই অর্থই বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ রাঃ বলেন, যদি কোনো মানুষ হক পথে তার সমস্ত সম্পদও ব্যয় করে ফেলে, তবুও তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক মুদ [সামান্য] পরিমাণ মালও খরচ করে, তবুও সে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাতাদা রহ. বলেন, التَّبْذِيرُ বলা হয়, আল্লাহর না-ফরমানি, অন্যায় ও ফাসাদের কাজে খরচ করা।

আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقِلُّ لِي. فَقَالَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فَقَالَ حَسْبِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أَدَيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِنَّمَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

একবার বনু তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন সম্পদশালী মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ, আমার পরিবার বড়। আপনি বলুন, আমি কী করব এবং কীভাবে সম্পদ খরচ করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মালের যাকাত আদায় করবে; কেননা, তা [যাকাত আদায় করা]

বিলাসিতা করবেন না

পবিত্রতা, যা তোমাকে পবিত্র করবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক বজায় রাখবে। ভিক্ষুকের হক আদায় করবে এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক আদায় করবে। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আরও সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে বলুন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও; এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।’ [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬]

তখন লোকটি বলল, এ আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন আপনার প্রেরিত লোকের কাছে যাকাত আদায় করে দিব, তখন কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট দায়িত্বমুক্ত হতে পারব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন তুমি আমার প্রেরিত লোকের কাছে যাকাত আদায় করে দিবে, তখন তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য সাওয়াব নির্ধারিত হবে। আর যে ব্যক্তি তা পরিবর্তন করবে, সে হবে গুনাহগার। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৩৩৭৪]

এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

[‘রহমান’ এর বান্দা তারাই, যারা...] এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। [সূরা ফুরকান : ৬৭]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

ধনাঢ্যতা ও বিলাসিতা কি পরস্পরকে আবশ্যক করে?

তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তা-ও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র বিভিন্ন সুাদবিশিষ্ট; আরও সৃষ্টি করেছেন যাইতুন ও আনার; একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময় আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।
[সূরা আনআম : ১৪১]

এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ
তোমরা খাও, পান কর, দান-খয়রাত কর এবং পরিধান কর,
যতক্ষণ না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়। [সুনানে
ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৬০৫]

বিলাসিতার বর্তমান কিছু রূপ

আমাদের বর্তমান জীবনাচারে বিলাসিতার বিভিন্ন রূপ ও চিত্র দেখা যায়। তা থেকে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নরূপ—

১. চুলের সাজগোছ ও যত্নে বাড়াবাড়ি

অনেকেই চুলে চিরুনি করা, চুল আঁচড়ানো, চুলের বিন্যাস করা ইত্যাদিতে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়। চুলকে অধিক আকর্ষণীয় ও বাহারী করে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে।

অথচ ইসলামী শরীয়ত চুলের যত্নের ব্যাপারে মধ্যম পন্থার তালিম দিয়েছে। একদিকে যার চুল আছে তাকে চুলের যত্ন নিতে আদেশ করেছে, অপরদিকে প্রতিদিন এবং বারবার চুল আঁচড়ানো থেকে নিষেধ করেছে।

যেমন, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ.

যার মাথায় চুল আছে, সে যেন তার যত্ন নেয়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৬৩]

অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত আরেক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًّا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে একদিন পর পর [আঁচড়ালে দোষ নেই]। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৫৯]

ইবনুল কায়্যিম رحمه الله এই দুই হাদীসের ব্যাপারে বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে, এই দুই হাদীসের মাঝে কোনোভাবেই কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা, একদিকে বান্দা তার চুলের যত্নের ব্যাপারে আদিষ্ট, অপরদিকে এ ক্ষেত্রে বিলাসিতা, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন থেকে বারণকৃত। অতএব, সে তার চুলের যত্নও নেবে আবার বিলাসিতা ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচেও থাকবে। অর্থাৎ একদিন পর পর চুল আঁচড়াবে। [হাশিয়াতু ইবনিল কায়্যিম আলা সুনানি আবী দাউদ : ১১/১৪৭]

আসমা বিনতে আবু বকর رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً غُرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

জৈনকা মহিলা নবী কারীম ﷺ-র দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি সদ্য বিবাহিতা কন্যা আছে। সে হাম রোগে ভুগছে। এতে তার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী উভয়কেই আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৮৭]

অপর এক হাদীসে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ رحمه الله-র সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

رَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

নবী কারীম ﷺ মহিলাদের মাথার চুলে কোনো কিছু সংযোজন করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন। [মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৯৯]

বিলাসিতা করবেন না

২. পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যগ্রহণে বাড়াবাড়ি

বহু মানুষ গোসল করতে বাথরুমে ঢুকে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ফেলে। অনেকে সেখানে বিভিন্ন রকম সুগন্ধি দ্রব্য, বাহারী সাবান, বিভিন্ন জাতের শ্যাম্পু, ফেনা ইত্যাদি বিলাসিতার নানা আধুনিক সরঞ্জাম-সামগ্রী রাখে; যা পূর্বযুগে প্রচলিত ছিল না।

হাঁ, ইসলামী শরীয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যগ্রহণের কথা বলেছে, এর প্রতি উৎসাহিত করেছে, বরং আদেশই দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَازِيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ﴾

হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করো। [সূরা আ'রাফ : ৩১]

তবে তা অপচয়-অপব্যয়মুক্ত হওয়ার শর্তে শর্তযুক্ত।

ইবনে আবদুল বার ﷺ বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যগ্রহণ বৈধ, যতক্ষণ তা অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতা থেকে মুক্ত এবং উদ্ভত, অহংকারী ও গর্বিতদের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। [আত-তামহীদ : ৫/৫১]

গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ সৌন্দর্য গ্রহণ করা, ঘামের দুর্গন্ধ ও শরীরের ময়লা দূর করার জন্য সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা, এগুলোর কোনোটিই বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত নয়। বিলাসিতা হচ্ছে এ সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও বাড়াবাড়ি করা; এর জন্য বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করা এবং দীর্ঘ সময় নষ্ট করা।

৩. অযৌক্তিক উচ্চ মূল্যে

বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পোশাকাদি ক্রয়

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। কিছুদিন পূর্বেও মানুষ দুই জোড়া কাপড় জোগাড় করতে পারত না। এক কাপড়ই পরতে হত। সেটি ধুয়ে পরিষ্কার করতে চাইলে বাধ্য হয়ে তাকে তা শুকানোর আগ পর্যন্ত

ঘরে বসে থাকতে হত। যতক্ষণ সেটি ভেজা থাকত, ততক্ষণ মানুষের সামনে বের হতে পারত না।

পরবর্তীকালে আল্লাহ ﷻ মানুষের উপর দয়া করেছেন, সামগ্রিক প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা দান করেছেন। ফলে মানুষ দু'টি, তিনটি বরং কেউ কেউ দশটি বা তারও বেশি কাপড়ের মালিক হয়েছে।

কারও একাধিক কাপড় থাকা দোষের কিছু নয়, যদি তা প্রচলিত রীতি ও শরীয়তের গণ্ডি অতিক্রম করে না যায়।

কিন্তু অনেককে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোম্পানির, নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পোশাক গায়ে তোলে না। এভাবে তারা মানুষের মাঝে নিজেদের জন্য আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে চায়। যেন মানুষ তাদেরকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। একটু আলাদাভাবে চিনে। এটা ঠিক নয়। এটা বিলাসিতা। এটা নিষিদ্ধ। এটা যদি বিলাসিতা না হয়, তা হলে বিলাসিতা আর কাকে বলা হবে?!

তবে এটা ঠিক, আমরা উত্তম পোশাকাদি পরিধানে আদিত। শরীয়ত আমাদের সে আদেশই করেছে। যেন আমাদের উপর আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের কিছুটা প্রকাশ ঘটে। তবে তা হতে হবে অবশ্যই মধ্যম পন্থায় পরিমিত পর্যায়ে এবং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির ভিতরে থেকে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সহিহ মুসলিম : ২৭৭]

এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ চায়, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, [এ-ও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?] নবীজী সঃ বললেন—

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

বিলাসিতা করবেন না

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায়কে অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১]

আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী رحمہ اللہ বলেন—

পূর্বসুরিগণ মধ্যম পর্যায়ের কাপড় পরিধান করতেন। একেবারে বিলাসী ও অহমিকাপূর্ণও নয়, আবার একদম নিকৃষ্ট ও নীচু মানেরও নয়। তাঁরা জুমা, ঈদ এবং ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উত্তম পোশাকটি বাছাই করে পরিধান করতেন। এভাবে উত্তম পোশাক বাছাই করে পরিধান করাকে তাঁরা দোষণীয় মনে করতেন না।

বাকি থাকল পরিধানকারীর তুচ্ছতা-প্রকাশক পোশাকের কথা। তো এমন পোশাক পরিধান করা, যা পরিধানকারীর তুচ্ছতা ও হীনতা প্রকাশ করে, যেহেতু এ ধরনের পোশাক যুহদ ও দারিদ্র্য প্রকাশক এবং কেমন যেন আল্লাহ ﷻ-র প্রতি অভিযোগের পরিচায়ক, পাশাপাশি পরিধানকারীর হীনতারও পরিচায়ক, তাই এ ধরনের পোশাক পরিধান করা মাকরুহ, নিষিদ্ধ। [তাফসীরে কুরতুবী : ৭/১৯৭]

উত্তম হচ্ছে— যেকোনো বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

বর্তমান সময়ে যেসব জিনিসের মাধ্যমে আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে [সাংস্কৃতিক] আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হল তাদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ফ্যাশন। এগুলো এখন মুসলমানদের মাঝেও ব্যাপক প্রচলন লাভ করেছে। অথচ এসবের সাহায্যে তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কঠিন অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। সেসব পোশাকের কতক খুবই খাটো, সংকীর্ণ ও আঁটসাঁট করে তৈরি, আবার কতক এত পাতলা ও মিহি যে, তা ভেদ করে শরীরের সকল অঙ্গাই দেখা যায়। ফলে পোশাক পরার আসল লক্ষ্য -সতর ঢাকা- আর তা দিয়ে হয় না। মনে রাখবেন, সেসব পোশাকের মধ্যে বহু পোশাক আছে এমন, যেগুলো পরিধান করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই; এমনকি মাহরাম পুরুষদের সামনে

কিংবা একান্ত নারী মজলিসে হলেও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন—

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَلَسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنَ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

জাহান্নামীদের দু'টি শ্রেণি, যাদেরকে আমি [এখনও পর্যন্ত] দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে এবং একদল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা অথচ উলজা, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকর্ষণকারিণী এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথার চুলের অবস্থা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; এমনকি তার সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭০৪]

একই কথা প্রযোজ্য সে সকল মহিলার ক্ষেত্রেও, যারা নীচের দিকে দীর্ঘ ফাঁকা কিংবা বিভিন্ন দিকে কাটা কাটা পোশাক পরিধান করে। এ জাতীয় পোশাক পরে যখন তারা বসে, তখন তাদের সতরের অংশবিশেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে করে সতর প্রকাশের পাশাপাশি কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন, তাদের কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের উদ্ভাবিত অশালীন পোশাক ও ফ্যাশনের অনুসরণ করা হয়।

তা ছাড়া কোনো কোনো পোশাকে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অশালীন ছবিও অঙ্কিত থাকে। যেমন, গায়কদের ছবি, বাদক দলের ছবি, মদপাত্রের ছবি, প্রাণীর ছবি, ক্রুশের ছবি, অবৈধ সংস্থা ও ক্লাবের ছবি ইত্যাদি। অনেক পোশাকে এমন কিছু বিশ্রী কথাও লেখা থাকে, যা মানুষের ইজ্জত-আব্রু ও পবিত্রতায় দাগ কেটে যায়। এ ধরনের কথাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভাষায় লেখা থাকে। [হয়তো এতে

বিলাসিতা করবেন না

উদ্দেশ্য থাকে— শয়তান ও শয়তানের দোসরদের কর্তৃক মানুষের ইজ্জত-আক্ৰ ও চরিত্রবিধ্বংসী এ সূক্ষ্ম ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কথা যেন সকলে খুব সহজে বুঝতে না পারে।]

— যা হোক, এ জাতীয় পোশাক পরিহার করা আমাদের সকলেরই জন্য অত্যাবশ্যিক।

চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করা

ভ্রষ্টতা, বিচ্যুতি ও স্থলনের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হচ্ছে— পরিবারের সদস্যদেরকে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও তাদের জঘন্য ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা। ঘর, সংসার ও পরিবার ধ্বংস করা এবং পরিবারের সদস্যদের পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য তারা যেসব চক্রান্ত ও জঘন্য কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, সে সম্পর্কে পরিবারকে সতর্ক করা।

চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য মধুর মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে! ভ্রষ্টতা, নোংরামি ও নষ্টামিকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করছে বাহ্যত সুন্দর মোড়কে! এসবকে অভিহিত করছে আসল রূপ ও নাম আড়াল করে ভিন্ন ভিন্ন চটকদার নামে!

আমাদের নারীদের যেসব বিষয়ে গুরুত্বের সাথে সতর্ক করা উচিত, তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়। যথা—

এক.

চক্রান্তকারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে— নারী থেকে পর্দা খুলে ফেলতে; পর্দা ও নারীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে। নারীকে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে টেনে বাইরে বের করে আনতে। যাতে তাদেরকে ব্যবসার পন্য আর ভোগ্য সামগ্রী বানাতে পারে। আর একেই তারা অভিহিত করছে ‘নারী স্বাধীনতা’ নামে।

দুই.

তারা চাচ্ছে ইসলামী পরিবার-ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে; পারিবারিক সুন্দর চিত্রটিকে মুছে ফেলতে। যেকোনো উপায়ে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা কমিয়ে আনতে। আর একে তারা নামকরণ করছে 'পরিবার পরিকল্পনা' নামে।

এ সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য বহু স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করা হয়েছে। যে চ্যানেলগুলোর জন্মই হয়েছে মানুষের আখলাক-চরিত্র নষ্ট করার জন্য; আত্মিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য; সর্বোপরি মুসলিম পরিবার ও ইসলামী পরিবার-ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য।

৪. পানাহারে বাড়াবাড়ি

যারা বিলাসী, বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত, আপনি দেখবেন, তারা পানাহারে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করে। খাদ্যদ্রব্য বলেন আর পানীয় বলেন— উচ্চ মূল্যের না হলে তারা খায় না; ছুঁতেও চায় না। যেকোনো জিনিস উচ্চ মানের এবং উচ্চ মূল্যের না হলে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না।

এক বেলার আহার তারা কখনও এক-দুই পদের খাবারে সম্পন্ন করতে পারে না। তাদের দস্তরখান প্রতি বেলায়ই নানা পদের নানা স্বাদের বিভিন্ন খাবার ও পানীয়ে পূর্ণ থাকতে হয়। যদি কখনও তাদের দস্তরখানে এক-দুই পদের খাবার-পানীয় পরিবেশন করা হয়, তা হলে তাদের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির সীমা থাকে না।

অথচ ইমাম কুরতুবী رحمہ اللہ প্রয়োজনের অধিক পানাহার এবং বিলাসিতাপূর্ণ পানাহার হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। [তাফসীরে কুরতুবী : ১১/৬৭]

পানাহারে বিলাসিতার চিত্র :

অনেকে একদম তাজা ও টাটকা খাবার না হলে খায় না। ফ্রিজে রাখা খাবার তাদের মুখে ওঠে না। সেই খাবারের স্থান হয় ডাস্টবিনে;

বিলাসিতা করবেন না

ময়লা-আবর্জনার স্তূপে। তারা হয়তো ভাবে, ফ্রিজে রাখা বাসি খাবার তাদের যোগ্য নয়; তারা এর অনেক উর্ধ্বে। এমনকি ফ্রিজে রাখা খাবারের সুাদ-গন্ধ ও রূপে কোনো ধরনের পরিবর্তন না এলেও তারা সে খাবারে হাত দেয় না।

- একে বিলাসিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?!

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

তবে হাঁ, মাঝে-মধ্যে উন্নত ও উৎকৃষ্ট খাবারের ব্যবস্থা করায় কোনো দোষ নেই। এমনকি কখনও কখনও উচ্চ মূল্য ও সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন খাবার ক্রয়েও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা কারও প্রতিদিনের এবং সবসময়ের অভ্যাসে পরিণত হওয়া অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য ও অননুমোদিত। শরীয়ত ও সুস্থ বিবেক কোনোটিই এর সমর্থন করে না।

পানাহার-পাত্রাদিতে বিলাসিতার চিত্র :

অনেকে পানাহারে উচ্চমানসম্পন্ন ও উচ্চমূল্যের পাত্রাদি ব্যবহার করে থাকে। আপনি দেখবেন, বিলাসী পরিবারগুলো বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি ও নামিদামি ব্র্যান্ডের পণ্য ছাড়া অন্যকোনো পণ্য ব্যবহার করে না। থালা, বাটি, জগ, গ্লাস, চামচ ইত্যাদিসহ তাদের যাবতীয় আসবাবপত্র সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের হতে হয়। সাধারণ কোনো কোম্পানির পণ্য বা মধ্যম পর্যায়ের আসবাবপত্রের জন্য তাদের ঘরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ।

শুধু তাই নয়, আল্লাহ ﷻ মাফ করুন, অনেকে স্বর্ণ-রূপার তৈরি তেজসপত্রও ব্যবহার করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপঢৌকন হিসেবেও দিয়ে থাকে। অথচ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক এ জাতীয় পাত্রাদি ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ জাতীয় পাত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

যেমন, উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন-

বিলাসিতার বর্তমান কিছু রূপ

أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجْرِي فِي بَطْنِهِ
نَارَ جَهَنَّمَ.

যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে খায় কিংবা পান করে, সে যেন তার পেটে জাহান্নামের আগুনই প্রবেশ করায়। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫০৯]

এ হুকুম খাবারের পাত্রসহ যেকোনো ধরনের সোনা-রূপার পাত্রাদির জন্যই প্রযোজ্য। যেমন, থালা-বাটি, প্লেট-ডিস, চামচ, কাঁটা চামচ, ছুরি, মেহমানদারির জন্য প্রস্তুত খাদ্য প্রদানের পাত্র, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মিষ্টি প্রভৃতি পরিবেশনের ডালা ইত্যাদি।

পানাহারালয় সক্রান্ত বিলাসিতার চিত্র :

অনেকে নামিদামি ও বিখ্যাত হোটেল-রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্যকোনো স্থানের খাবার মুখে তোলে না। সেটা তারা ভাবতেই পারে না। বরং নিয়মিত সেসব হোটেল-রেস্তোরাঁয়ই যাতায়াত করে। যা খায় সেখানে গিয়ে খায় কিংবা সেখান থেকে আনিয়ে খায়। এ ক্ষেত্রে তারা অযথাই অর্থোক্তিক অর্থ ব্যয় করে থাকে। অথচ বাস্তবতায় দেখা যায়, সেসব নামিদামি হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার আর অন্যান্য হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবারের মাঝে নামদাম, প্রসিদ্ধি আর ভিতরের ডেকোরেশন ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্যই নেই।

পানীয় ও ড্রিংকসে বিলাসিতার চিত্র :

অনেকে বিভিন্ন জাতের পানীয় ও ড্রিংকসে আসক্ত থাকে। ব্যাপাক হারে তা পান করে। সেগুলো পান করাকে অনেকটা আবশ্যিক বলেই মনে করে থাকে। প্রতি বেলায় খাবারের সাথে তাদের তা লাগেই লাগে।

তাদের তা লাগবেই না বা কেন?! যে পরিমাণ খাবার তারা খায়, যেভাবে পেটে বদহজমের গন্ডগোল বাধায়, বিভিন্ন জাতের খাবার দিয়ে

বিলাসিতা করবেন না

যেভাবে পেট বোঝাই করে, তা হজম করানোর জন্য তো হজমকারক কিছু লাগবেই!

ইবনে সীরীন রাহিমুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রাহিমুল্লাহ-কে বলল, আমি কি আপনার জন্য ‘জাওয়ারিশ’ [পাচক, হজমি ইত্যাদি] তৈরি করে দিব.?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জাওয়ারিশ’ কী?

লোকটি বলল, যখন আপনার পেট খাবারে বেশি ভরে যাবে, তখন এটি আপনাকে সুস্থি দেবে এবং হজমে সহায়ত করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটির কথা শুনে ইবনে উমর রাহিমুল্লাহ বললেন, আমি বিগত চার মাস যাবত কোনোদিন পেট পূর্ণ করে খাবার খাইনি। [তা হলে আমার পাচকের দরকার কী!] আর এটা এ জন্য নয় যে, আমি খাওয়ার মতো কিছু পাইনি। বরং আমি এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে জানি, এমন এক সম্প্রদায়ে আমি লালিত-পালিত হয়েছি, যারা একবার তৃপ্তিসহকারে আহার করে আরেকবার উপোস করে। [আয-যুহদ লিল ইমাম আহমাদ : ১৮৯]

৫. বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাড়াবাড়ি

প্রিয় পাঠক!

আমাদের সমাজে, হাঁ, আমাদের ইসলামী সমাজে, বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি, বিশেষত বিয়ের রাত- অপচয়, অপব্যয়, ও বাড়াবাড়ির উপমায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকেই নতুনত্ব ও বৈচিত্র আনয়নে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত; কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে এই নেশায় মত্ত।

আমাদের পার্টি সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার ও অনুষ্ঠানালয়গুলো আজ বিলাসিতা, অহমিকা ও গর্ব-অহংকার প্রকাশের অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এগুলোর ভাড়াও অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে!



অপরদিকে শুধু বিয়ের পোশাকের কথাই সূতন্ত্র এক দাস্তানে পরিণত হয়েছে। বিয়ের একটিমাত্র পোশাক তৈরি করতে এত বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়, যা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। একদিকে পাত্র সমসাময়িক সবচেয়ে মূল্যবান পোশাক পরে রেকর্ড গড়তে মত্ত, অপরদিকে পাত্রী বা পাত্রীপক্ষ পোশাকাদি, গয়না-গাঁটি, প্রসাধনী ও অলঙ্কারাদি নির্দিষ্ট কোম্পানি ও বিখ্যাত ব্রান্ড ছাড়া অন্যকোনো কোম্পানির হলে তা গ্রহণে একবাক্যে অস্বীকার।

বিয়ের অনুষ্ঠানে এ ধরনের অপব্যয়ের ক্ষতি ও কুফল যে কেবল অর্থ-অপচয় ও মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—বিষয়টি এমন নয়। বরং এর ক্ষতিকর প্রভাব যুবসমাজকে বিয়ে-বিমুখতা ও বৈরাগ্যের দিকে ঠেলে দেয়। কেননা, অসমর্থ যুবকরা যখন দেখবে, বিয়ে-শাদিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, যার সামর্থ্য তাদের নেই, তখন তারা দুই আগুনের কোনো একটিতে জ্বলতে থাকবে। হয়তো তারা বৈরাগ্য ও পত্নীহীনতার আগুনে জ্বলবে, নয়তো বিবাহকার্য সম্পাদনে কৃত ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে মানসিক চাপ ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকবে।

সামাজিক সেসকল অনাচার ও গর্হিত কাজ, যেগুলো আমাদের পরিবারে অনুপ্রবেশ করে অতি সজ্ঞাপনে; আমাদের অলক্ষ্যে। কেননা, পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে স্কুল-বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফেতনা-ফাসাদ ও গর্হিত বিষয় খুব সহজেই আমাদের ঘরে অনুপ্রবেশ করে ফেলে। কারণ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানরা সেসব স্থানে যায় এবং সেখানে গিয়ে নেককার-বদকার, ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করে। আর সকলেরই জানা—আমাদের আশপাশে, আমাদের সমাজে ফেতনা-ফাসাদেরই ছড়াছড়ি; অন্যায়-অনাচারেরই বাড়াবাড়ি। অতএব, গৃহকর্তা ও পরিবারের দায়িত্বশীল অভিভাবকের কর্তব্য, আবশ্যিক—সমাজের এ দিকটি সম্পর্কে, সমাজের এ অন্ধকার বিষয়গুলোর ব্যাপারে স্মৃতি সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে সতর্ক করা; সাবধানতার তালীম দেওয়া।

বিলাসিতা করবেন না

একজন কল্যাণকামী দরদী ও খাঁটি মুমিনের উচিত, সর্বদাই দোয়া করা— যেন আল্লাহ ﷻ তার পরিবারকে এ সকল গর্হিত বিষয়াশয় ও ক্রিয়াকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করেন; বর্তমান সমাজে ছড়িয়ে পড়া এ সকল ধ্বংসাত্মক উপসর্গ থেকে পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করেন।

আল্লাহ ﷻ-র নবী লূত ﷺ যখন একটি ভ্রষ্ট, অসুস্থ ও বিকৃত রুটির অধিকারী সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার বিষয়টি যখন তাঁর সম্প্রদায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না; সর্বোপরি এ কারণে তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ ও বল প্রয়োগ করছিল, তখন লূত ﷺ কী বলেছিলেন? কী করেছিলেন?

তিনি তখন আল্লাহ ﷻ অভিযুক্ত হয়েছিলেন, আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ ﷻ-কে ডেকে বলেছিলেন—

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। [সূরা শূআরা : ১৬৯]

তিনি তাঁর পরিবারকে অন্যায়-অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে ও নিরাপদে রাখতে একনিষ্ঠ ছিলেন। এখনও, বর্তমানেও প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিমের জন্য উচিত এ কথা বলা—


﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। [সূরা শূআরা : ১৬৯]

কেননা, আমাদের বর্তমান সমাজে বিদ্যমান গর্হিত কাজ ও অশ্লীলতা লূত ﷺ-র সম্প্রদায়ের অশ্লীলতার মতোই; বরং আরও বেশি। তাই আমাদেরও তেমনই দোয়া করা উচিত, যেমন দোয়া করেছিলেন আল্লাহ ﷻ-র নবী লূত ﷺ। আল্লাহ ﷻ তাঁর দোয়া কবুলও করেছিলেন। আর এটাই হল সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার প্রতিদান। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾

অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা শূআরা : ১৭০-১৭১]

সে ছিল লুত -র স্ত্রী। কারণ, সে ছিল তার সম্প্রদায়ের ধর্মের অনুসারী।

৬. মোবাইল ফোন, আসবাব ও মূল্য

হাল যামানায় নতুন করে বহু মানুষের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক বিলাসী মানসিকতা শিকড় গেড়ে নিয়েছে, তা হচ্ছে— কিছুদিন পর পর নতুন থেকে আরও নতুন মোবাইল সেট ক্রয় ও তা সজ্জায়নে অকাতরে অর্থোক্তিক অর্থ ব্যয়।

বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সম্পূর্ণ সূতন্ত্র মোবাইল সেট নিলামে বিক্রির আসর জমে এবং সেখানে পরিবেশিত মোবাইল সেট এতটাই অর্থোক্তিক চড়া মূল্যে বিক্রি করা হয়, যা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়।

৭. লেটেস্ট মডেলের গাড়ি সজ্জায়ন ও ব্যতিক্রমী নম্বর

আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়া বিলাসিতার আরেকটি রূপ হচ্ছে— বহু ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি কিছু দিন পর পর নতুন থেকে আরও নতুন, সর্বশেষ মডেলের গাড়ি কেনার নেশায় থাকে। প্রতি বছরই তারা গাড়ি পরিবর্তন করে এবং নতুন নতুন গাড়ি ক্রয় করে। শুধু তা-ই নয়, গাড়ির ব্যতিক্রমী একটি নম্বর কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেও তারা কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ করে না।

কিছুদিন আগে উপসাগরীয় দেশগুলোর এক শহরে গাড়ির ব্যতিক্রমী নম্বর বিক্রির এক নিলাম-আসর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই এক আসরে মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ হাওয়ায় উড়ে গেল।

বিলাসিতা করবেন না

৮. বাড়ি নির্মাণ ও ডেকোরেশনে অতিরঞ্জন

বহু বিলাসী পরিবার কিছুদিন পর পর তাদের ঘরের আসবাবপত্র ও ডেকোরেশন পরিবর্তন করে সর্বশেষ ও আধুনিকতমরূপে সজ্জিত করে। কোনো কোনো পরিবার এ কাজ করে ছয় মাস পর পর। কোনো কোনো পরিবার করে এক বছর অন্তর অন্তর। আবার কেউ কেউ হয়তো করে দু'চার বছর পর পর। প্রত্যেকে তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও সজ্জাতির ভিত্তিতে এ পরিবর্তন করে থাকে।

ঘরে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন কোনো দোষের বিষয় নয়। তবে তা আর বিলাসিতা এক কথা নয়।

অনেকে ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কল্লনাভীত অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী আমদানি করে থাকে। আবার এসবের যথাযথ স্থাপন ও পরিকল্পিত ডেকোরেশনের জন্য বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী লোকের দলও থাকে, যাদেরকে এ কাজের জন্য মোটা অংকের অর্থ প্রদান করতে হয়।

বর্তমানে তো অনেকে তাদের টয়লেটগুলোও এতটাই উন্নত ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তৈরি করে, যা দেখলে মনে হয় যেন কোনো শাহী বৈঠকখানা। সেখানে মোজাইক-টাইলস থেকে শুরু করে শ্বেত মর্ম্ম, মার্বেল পাথর ও বহুমূল্যের লাইটিংসহ কোনো কিছুই বাদ যায় না।

৯. চাকর-বাকর ও ভৃত্য পরিচারিকার আধিক্য

সম্প্রতি ধনী পরিবারগুলোতে একাধিক ভৃত্য-পরিচারিকা রাখার এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে। একটা সময় ছিল, যখন ঘরোয়া কাজের চাপ বেড়ে গেলে গৃহিনীকে সাহায্য করার জন্য একজন পরিচারিকা রাখা হত। এতে দোষের কিছু নেই। বরং একান্ত প্রয়োজন হলে একাধিক পরিচারিকাও রাখা যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, অনেক পরিবারে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে

বিলাসিতাবশত গার্হস্থ্য প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভৃত্য-পরিচারিকা থাকে। একজন ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, আরেকজন কাপড়-চোপড় ধোয়; একজন রান্নাবান্না করে আরেকজন বাচ্চাদের দেখাশুনা করে। এভাবে প্রতিটি কাজের জন্য একজন একজন করে পরিচারিকা নিয়োগ দেওয়া থাকে।

অন্যদিকে বাগান পরিচর্যা ও দেখাশুনার জন্য এক চাকর কাজ করে, পাহারাদারিতে নিযুক্ত থাকে আরেকজন। ড্রাইভার তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সূতন্ত্র।

কোনো কোনো পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আলাদা ড্রাইভার থাকে।

অনেক পরিবারে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের তুলনায় তাদের চাকর-বাকর ও ভৃত্য-পরিচারিকার সংখ্যা বেশি।

১০. খেলাধুলা, বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে বাড়াবাড়ি

বর্তমানে আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের জন্য এমন সব বিশেষায়িত হোটেল ও শহর তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, যাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে।

মানুষ সেখানে গিয়ে কিছু সময় কাটাতে, কিছুক্ষণ অবস্থান করতে এবং সেখানকার সুযোগ-সুবিধা ও ফায়দা ভোগ করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাওয়ার মতো উড়াচ্ছে। এর পাশাপাশি খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ-অপচয়ের বিষয় তো থাকছেই।

আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না, এ সকল স্থানে অবস্থান করতে, সময় কাটাতে, সেখানকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়!

বিলাসিতা করবেন না

১১. বিখ্যাত ব্যক্তি ও সেলিব্রেটিদের ব্যবহৃত বস্তু কেনায় বাড়াবাড়ি

উন্মৈ কুলসুমের ব্যবহৃত রুমাল বিক্রি হয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ডলারে।

নাজিব মাহফুজের কলম, যা দিয়ে ধর্মহীনতার কথা লেখা হয়েছে,
বিক্রি হয়েছে ছয় হাজার ডলারে।

প্রিন্সেস ডায়নার পোশাক... বিক্রেতা সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার
পোশাককে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করবে। প্রতিটি খণ্ডের মাপ হবে দুই
মিলিমিটার। প্রতিটি খণ্ড বিক্রি করা হবে পঁচিশ ডলারে। এভাবে তার
পোশাকের মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় এক শ' মিলিয়ন ডলারে।

— অদ্ভুত!!!

এই হচ্ছে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিলাসিতার কিছু খণ্ডচিত্র। এটা
খুবই ভয়ংকর চিত্র। এ থেকে বেঁচে থাকা এবং এর সংশোধনে দৃষ্টি
দেওয়া আমাদের সকলের জন্যই জরুরি; খুবই জরুরি এবং তা করতে
হবে সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই।

বিলাসিতার কারণ

বিলাসিতার কারণ অনেক। বিভিন্ন কারণে মানুষ বিলাসী হয়।
তার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নরূপ—

এক.

কামনা-বাসনার আধিক্য, প্রবৃত্তির লাগামহীনতা ও মৃত্যুর কথা ভুলে
যাওয়া।

দুই.

সমসাময়িক সামাজিকতা ও পারিপার্শ্বিকতায় প্রভাবিত হওয়া; অতঃপর
তার অন্ধ অনুসরণ করা। এক শ্রেণির মানুষ, যারা ব্যক্তিত্বহীন, অন্যের
অনুসরণ করে এমনকি বিজ্ঞাতিদের অন্ধ অনুসরণ করে কোনো ধরনের
ভাবনা-চিন্তা ছাড়া। তাদের এ অন্ধ অনুসরণ ও কর্মরীতির ব্যাপারে
একবারও ভাবে না, এখানে বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনার কোনো সায়
আছে কি না!

যেমন, অনেকে সামাজিক হতে চায়। সমাজের প্রচলিত ধারায় একাত্ম
হতে চায়। অথচ বর্তমান সমাজ বিলাসিতা ও আড়ম্বরতায় পূর্ণ।
অতএব, এ সময় কেউ সমাজের প্রচলিত ধারায় একাত্ম হতে চাইলে
অবশ্যই তাকে এগুলোও মেনে নিতে হবে। সে অনুযায়ীই চলতে হবে।
ফলে দেখা যায়, এক সময় সে খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও
বাহন-বাসস্থান, এককথায় সকল ক্ষেত্রেই অপচয়-অপব্যয়ে লিপ্ত হয়ে
পড়ে।

বিলাসিতা করবেন না

বিষয়টি অনেক সময় আনুগত্য-অনুসরণের স্তর অতিক্রম করে গর্ব-অহংকার ও গৌরব-প্রতিযোগিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। প্রত্যেকেই চায় এক্ষেত্রে অন্যকে পিছনে ফেলে নিজে এগিয়ে যেতে।

তিন.

সঠিক তারবিয়হীনতা এবং সন্তানাদির প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব। এর সঙ্গে বিশেষভাবে আছে অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতার সামাজিক চিত্র এবং চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা।

চার.

সম্পদের প্রাচুর্য ও নেয়ামতের ছড়াছড়ি। সম্পদ মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়; বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও লাগামহীনতার প্রতি নিরন্তর আহ্বান করতে থাকে। সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য ব্যক্তিকে অপচয়, অপব্যয় ও বিনা প্রয়োজনে খরচ করার প্ররোচনা দেয়। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ اسْتَغْنَىٰ﴾

বস্তুত, মানুষ সীমালঙ্ঘন করে; কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। [সূরা আলাক : ৬-৭]

স্বেচ্ছাচারিতা, সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি ও না-ফরমানির পরিষ্কার একটি রূপ হচ্ছে, ধন-সম্পদ ও নেয়ামত নিয়ে অহংকার-অহমিকা ও অবাধ্যতা করা; প্রয়োজন না থাকলেও লোকদেখানো, বিলাসিতা ও প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অযথা খরচ করা।

পাঁচ.

প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা। এটা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ﴾

মানুষের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রীর আসক্তি। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ ﷻ-র নিকটই হল উত্তম আশ্রয়। [সূরা আলে ইমরান : ১৪]

এ সুভাবজাত আসক্তি নির্দিষ্ট সীমায় থাকলে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বিষয়টি ভয়াবহ ও ধংসাত্মক হয়ে ওঠে তখনই, যখন তা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মহব্বতের উপর প্রবল হয়ে ওঠে।

যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

[হে নবী!] আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সূরা তাওবা : ২৪]

অতএব, পার্থিব জগতের যাবতীয় সুখ-সম্ভার, সাধ-আহ্লাদ, ভোগ-উপভোগ ও রঙ-তামাশা সবকিছুই নেশাতুল্য। যখনই কোনো মানুষ এ নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে, তখন তার পক্ষে তা পরিত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ দুনিয়া শয়তানের শরাব। এ শরাবে যে বেহুঁশ হবে, তার হুঁশ আর কখনও ফিরবে না। হুঁশ ফিরবে তখন, যখন মৃত্যুর ফেরেশতারা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাতারে নিয়ে শামিল করবে।

বিলাসিতা করবেন না

ছয়.

শত্রুদের চক্রান্ত। আমাদের শত্রুরা যখনই বুঝতে পেরেছে, পুরো একটি জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় ও কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে বিলাসিতা, তখনই তারা এ বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে ডুবিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে তারা সফলতাও পেতে শুরু করে। আমরা তাদের ফাঁদে আটকা পড়ে যাই। তাদের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ি। এমনকি এক পর্যায়ে এসে আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েমে অত্যাগ্রহী হয়ে পড়েছি। বিশেষত যখন আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার অধিকাংশ সামগ্রী তাদেরই হাতে।

ইহুদিরা তো ঘোষণাই দিয়ে রেখেছে, আমরা ঢালাওভাবে মানুষকে বিলাসিতায় অভ্যস্ত ও উৎসাহী করে তুলব।

অন্তরে বিলাসিতার বদ আছর

দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদের আসক্তি ও পার্থিব সুখ-ভোগ নিয়ে বিলাসব্যসন এমন এক সর্বনাশা বিষ, যা মানুষের রগে রগে প্রবাহিত হয় এবং অন্তরে যার মারাত্মক বদ আছর পড়ে। এর কুপ্রভাবে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়, দিল-দেমাগ বিগড়ে যায়।

সেসকল বদ আছর ও কুপ্রভাবের কয়েকটি নিম্নরূপ—

১. অন্তর গাইরুল্লাহর দাসে পরিণত হয়

বিশুদ্ধ চিত্ত ও পরিশুদ্ধ অন্তর সেটাই, যা শিরক, সংশয়, দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়ার আসক্তি থেকে মুক্ত। এ জন্যই কেয়ামতের দিন কেবল তারাই মুক্তি লাভ করবে, যাদের অন্তর বিশুদ্ধ হবে; যাদের অন্তর বর্ণিত খারাপ গুণসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। এর বিপরীত অবস্থা হবে সেইসব বিলাসীদের, যাদের অন্তর প্রবৃত্তিপূজা, দুনিয়ার মোহ-ভালোবাসা ও পার্থিব সুখ-উপভোগে বিভোর ছিল।

যেমন, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন—

تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ إِنَّ أُعْطِيَ رِضًى وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعَسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ.

লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। [তাদের পায়ে] কাঁটা বিদ্ধ হলে কেউ তুলে দিবে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৮৭]

বিলাসিতা করবেন না

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাসীদের দিনার-দিরহাম ও শালের দাস বলেছেন। কেননা, এর কারণেই তাদের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি, এর কারণেই তাদের বিরাগ ও অসন্তুষ্টি। তারা যা কিছু করে, এর কারণেই করে।

২. আখেরাতে অনীহা ও দুনিয়াপ্রীতি সৃষ্টি হয়

ধনৈশ্বৰ্যের অধিকারী ও সম্পদশালীদের অন্তর সুখ-ভোগ ও আরাম-আয়েশে মত্ত থাকে। তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতে জীবনের উপর প্রাধান দেয়। দুনিয়ার প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের আসক্ত থাকে। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

বস্তুত, তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। [সূরা আ'লা : ১৬-১৭]

৩. অন্তর সর্বদা সুখের সন্ধানে থাকে

আরাম-আয়েশ ও বিলাসসামগ্রীর প্রতি মানুষের আসক্তির কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে তারা সুখ খুঁজে পেতে চায়। যতক্ষণ তারা এ সুখ খুঁজে না পায়, ততক্ষণ অস্থিরতা, অশান্তি ও মানসিক দহনে দগ্ধ হতে থাকে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে— পার্থিব এ সকল উপায়-উপকরণ ও সরঞ্জামাদির মাধ্যমে কখনও সেই কাজ্জিত সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবই মরীচিকা। শুধু ধোঁকা আর ধোঁকা। ফলাফলে দেখা যায়, মানুষ অযথাই এ সবার পিছনে ছুটে বেড়ায়; কাজ্জিত সুখের নাগাল সে কখনোই পায় না।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাঃ -র সূত্রে বর্ণিত, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

যার উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিবেন, দরিদ্রতাকে তার চোখের সামনে তুলে ধরবেন।

পার্থিব সম্পদ সে ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাকদীরে লেখা আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ঢেলে দিবেন এবং দুনিয়া সৃষ্টি তার সামনে এসে হাজির হবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১০৫]

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া رحمہ اللہ যখন নির্যাতিত নিপীড়িত ও জেলখানায় বন্দি ছিলেন, যখন তাঁর থেকে তাঁর কাগজ-কলম-দোয়াতও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, জেলখানার বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি এমনই কোণঠাসা ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দামেশকের কারাগারে বন্দি ছিলেন, তখনকার তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শাগরেদ ইবনুল কায়্যিম رحمہ اللہ বলেন, আল্লাহ سبحانہ জানেন, আমি তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্টতর জীবন যাপন করতে আর কাউকে দেখিনি, অথচ সেখানে নেয়ামত-প্রাচুর্য তো দূরের কথা, সাধারণ জীবন যাপনের আসবাব, উপকরণ ও পরিধি ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তখন ছিলেন জেলখানায় বন্দি; সঙ্গে ছিল অত্যাচার-নিপীড়ন ও ভয়-ভীতি। তারপরও তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট জীবন যাপনকারী; সবচেয়ে প্রশস্ত বশ্কে অধিকারী; দৃঢ় প্রত্যয়ী ও মজবুত হৃদয়ের অধিকারী; মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী। চেহারায় ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা। আমাদের যখন কোনো বিষয়ে ভয়-উৎকণ্ঠা বেড়ে যেত, নিজেদের ব্যাপারে ধারণা খারাপ হয়ে যেত, সর্বোপরি পৃথিবী আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে ওঠত, তখন আমরা তাঁর কাছে আসতাম। যখনই আমরা তাঁকে দেখতাম, তাঁর সাক্ষাত পেতাম, তাঁর কথা শুনতাম, তখন সেসব আমাদের থেকে উধাও হয়ে যেত। আমরা প্রশস্ত বশ্কে, আনন্দিত চিত্তে, দৃঢ়তা, প্রত্যয় ও পূর্ণ প্রশান্তির সাথে ফিরে যেতাম। মহা পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর কিছু বান্দাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই জান্নাত দেখিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়াতেই তাঁদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেই উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতের আরাম, প্রশান্তি ও মৃদুন্দ হাওয়া তাঁদের কাছে পৌঁছে। ফলে তাঁদের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা একত্র হয় সেই জান্নাত লাভের জন্য এবং জান্নাতের

বিলাসিতা করবেন না

দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য। সে সকল বান্দার কেউ কেউ বলতেন, আমরা যে অবস্থায় আছি, যদি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ বা তাদের সন্তানরা জানতে পারত, তা হলে তারা আমাদের উপর তরবারি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ত। [আল-ওয়াবিলুস সয়্যিব : ৬৭]

৪. বিলাসিতা অন্তরের আরও বহুবিদ রোগ সৃষ্টি করে

পূর্বোক্ত বদ আছর ও ক্ষতিসমূহ ছাড়াও বিলাসিতা আরও অনেক ধরনের অন্তরের রোগ সৃষ্টি করে। যেমন, গর্ব-অহংকার, ঔদ্ধত্য-অহমিকা, দম্ভ-বড়াই, আত্মস্তরিতা ইত্যাদি। অপরদিকে অন্তর থেকে বিনয়-নম্রতা ও সৌজন্য-ভদ্রতা ইত্যাদি ভালো গুণগুলোকে চিরতরে বিদূরিত করে।

৫. বিলাসিতা অপকর্ম ও অশ্লীলতায় প্ররোচিত করে

বিলাসিতা বিলাসীদেরকে মন্দ লোকদের সঙ্গে তাদের অপকর্ম, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ কাজে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচিত করে, উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, আসক্তি ও উগ্র বিনোদনের স্থানগুলোতে কেবল বিলাসীরাই ভিড় করে। পক্ষান্তরে দীনদার ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিরা সাধারণত সেসকল স্থানে যাতায়াত করে না।

এক লোক দীনদার এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিল— কোন জিনিস আপনাকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করেছে?

তিনি জওয়াবে বলেছিলেন, দুনিয়ার বিশ্বস্ততার সুলভতা, তার তুচ্ছতা, জঞ্জালের আধিক্য ও তার অধিকারীদের হীনতা ও নীচতা। [মাদারিজুস সালিকীন : ২/১৬]

৬. বিলাসিতা দেহেরও বহু ক্ষতি করে

বিলাসীদের শরীর খুবই অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারে না। অল্পতেই বিভিন্ন রোগ-শোক ও সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ ﷻ কষ্ট সহিষ্ণু করেই মানুষের দেহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যখনই মানুষ এ সহজাত বিষয়টি উপেক্ষা করে, যেকোনো ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রম এড়িয়ে চলে, তখনই সেখানে জানা-অজানা বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। মানুষের দেহ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে।

ইবনে রজব হাম্বলী ﷺ বলেন, গায়ে সামান্যতমও ঠান্ডা লাগতে পারে না— এমনভাবে ঠান্ডা থেকে বেঁচে থাকা ঠিক নয়। কারণ, এমনটা করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অনেক আমীর-উমারা ও শাসক নিজেদেরকে এমনভাবে ঠান্ডা-গরম থেকে দূরে রাখতেন যে, ন্যূনতম ঠান্ডা-গরমের সামান্যতম স্পর্শও তাদের গায়ে লাগতে পারত না। ফলে তাদের ভিতরটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল। [লাতায়িফুল মাআরিফ : ৩৫৬]

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা শরীর-স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে; রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। কষ্টসহিষ্ণু জীবনযাপন ও যেকোনো ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হতে মানুষকে অক্ষম করে তোলে।

৭. বিলাসিতা সময় নষ্ট করে

বিলাসিতা বহু সময় নষ্ট করে। আরাম-আয়েশের উপকরণ ও বিলাসিতার সামগ্রী তালাশে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। বিলাসীরা যদি সময়ের মূল্য বুঝত, তা হলে তারা এ নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী বিলাসের পিছনে পড়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করত না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন—

বিলাসিতা করবেন না

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصُّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

দু'টি নেয়ামত আছে এমন, যে দু'টিতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। [সে দু'টি নেয়ামত হচ্ছে] সুস্থতা ও অবসর। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১২]

৮. বিলাসিতা ইবাদতে অনাগ্রহী ও অলস করে তোলে

বিলাসিতা বিলাসীকে ইবাদত-বন্দেগীতে অনাগ্রহী ও অলস করে তোলে। কারণ, বিলাসী চায় সর্বদাই আরাম-আয়েশ ও বিলাসব্যাসনে লিপ্ত থাকতে। ফলে সে ইবাদত-বন্দেগী ও অন্যান্য নেকের কাজ করার মতো সময় বের করতে পারে না। সে কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের সময় পায় না, দিনে রোযা রাখতে পারে না, রাতে সালাত পড়তে পারে না- ইত্যাদি কোনো ইবাদতই সে করতে পারে না।

৯. হারাম পন্থায় উপার্জনে আগ্রহী করে তোলে

যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে না, সে কোথা থেকে সম্পদ আয় করে আর কোথায় তা ব্যয় করে- এ ব্যাপারে তার কোনো পরোয়াই থাকে না। বরং তার একটাই ইচ্ছা- সম্পদ বৃদ্ধি করা, চাই তা অবৈধ ও হারাম যা-ই হোক না কেন। এজন্য সে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, হারাম দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, এতিমের মাল ভক্ষণ কিংবা যেকোনো হারাম কর্ম- যেমন, জ্যোতিষগিরি, বেশ্যাবৃত্তি, গান-বাজনা ইত্যাদি উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে থাকে। এমনকি সরকারি কোষাগার কিংবা জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করা, মানুষকে বিপদে ফেলে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া, বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা ইত্যাদি যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। অতঃপর সে ওই উপার্জন থেকে খায়, পরে, গাড়িতে চড়ে, বাড়ি-ঘর তৈরি করে এবং দামি দামি আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত করে। এভাবে সে হারাম

অন্তরে বিলাসিতার বদ আছর
আর হারাম দিয়েই তার উদর পূর্তি করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ
করেছেন—

كُلْ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ فَالْكَارُ أُولَى بِهِ.
শরীরের যতটুকু গোশত হারাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তা
জাহান্নামের জন্যই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। [তবরানী ফিল কাবীর :
১৯/১৩৬]

অচিরেই কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে— কোথা থেকে সে
সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে। সুতরাং, এ
শ্রেণির লোকদের জন্য সেখানে [কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে]
শুধু ধ্বংস আর ধ্বংসই অপেক্ষা করছে।

অতএব, যার কাছে হারাম সম্পদ রয়ে গেছে, তার উচিত
অনতিবিলম্বে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। যদি মানুষের হক
হয়, তবে যেন তার কাছে তা ফেরত দেওয়ার সাথে সাথে তার কাছ
থেকে ক্ষমাও চেয়ে নেয়— ওই দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোনো মানুষ
কোনো টাকা-পয়সা নিয়ে আসবে না, আসবে শুধু নেক আমল আর
বদ আমল নিয়ে।

১০. বিলাসিতা পুরো সমাজ ধ্বংস করে ছাড়ে

বিলাসিতার কারণে পুরো সমাজ অলস হয়ে পড়ে। যে সমাজে
বিলাসিতা ছড়িয়ে পড়ে, সে সমাজে উৎপাদনশীলতা থাকে না।
সেখানে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি আসে, শিল্পোন্নয়নে ভাটা পড়ে,
ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে আসে, ইত্যাদি। কেননা, সে সমাজের
সকলে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে বিলাসী পণ্য অর্জনে; বিলাসী উপকরণ
জোগাড়ে; ব্যস্ত থাকে এমনসব আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনে, যা
একই সাথে সময় ও সুস্থতা উভয়ই ধ্বংস করে ছাড়ে।

বিলাসিতার চিকিৎসা

বিলাসিতার চিকিৎসা ও প্রতিকার বিভিন্নভাবে করা যায়। তা থেকে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. নফসকে আরাম-আয়েশ ও অলসতায় অভ্যস্ত হতে না দেওয়া

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীৰুতা ও জরাগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় চাই এবং জীবন-মরণের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৬]

অক্ষমতা মানে কোনো কাজের সক্ষমতা না থাকা, আর অলসতা মানে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উক্ত কাজ না করা।

কবি সুন্দর বলেছেন-

وَلَمْ أَرِ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا
كَتَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

কোনো কাজ পূর্ণরূপে করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যারা অপূর্ণ রেখে দেয়, তাদের দোষের মতো আর কোনো দোষ আমি মানুষের মধ্যে দেখিনি। [খায়ানাতুল আদব : ১/২০৫]

অতএব, মানুষের উচিত, নিজের নফসকে কাজে অভ্যস্ত রাখা; চাই সে কাজ পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক হোক কিংবা ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালি হোক। এককথায়, যেকোনো কাজে লিপ্ত রেখে নফসকে অলস অকর্মণ্য ও অকেজো হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা।

আসওয়াদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

নবীজী সাঃ ঘরে থাকাবস্থায় কী করতেন? আয়েশা রাঃ বললেন, ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের সহায়তা করতেন। তবে সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য চলে যেতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৬]

অতএব, মানুষের উচিত— নিজে কাজকর্মে অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি নিজের মেয়েকে ঘরোয়া কাজকর্মে, যথা— ঘরের আজিানা পরিষ্কার করা, রান্নাবান্নায় সহায়তা করা ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত করে তোলা। ছেলেকে ফসলাদি কাটা, বাগান পরিচর্যা করা, গাড়ি ধোওয়া, পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে কিনে আনা ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত করে তোলা।

২. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ভোগ্যসামগ্রী কম রাখা

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ্যসামগ্রী কম রাখা বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মাধ্যম। মানুষের উচিত, সবসময় আল্লাহ স্বঃ-র দরবারে নিজের জন্য এবং পরিবার-পরিজনের জন্য দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দুনিয়াবিমুখতার জন্য দোয়া করা। যেমন, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এই দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

বিলাসিতা করবেন না

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের রিযিক প্রয়োজন পরিমাণ রাখুন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫৫]

অর্থাৎ আপনি তাদের এই পরিমাণ রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যেন তাদের কারও কাছে হাত পাততে না হয়; হাত পাতার লাঞ্ছনার শিকার হতে না হয়। আবার এই পরিমাণ প্রাচুর্যও যেন না হয়, যা তাদেরকে পার্থিব জীবনে বিলাসিতায় উদ্বুদ্ধ করবে।

আমাদের কেউ যদি দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখে, তা হলে সে অবশ্যই এই দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় কিছুকে অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ পাবে; যার জন্য এত কষ্ট করা এবং যার পিছনে ছুটে চলার কোনো অর্থ হয় না। যেমন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتْهُ فَمَرَّ بِجَدِّي أَسْكَ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمٍ؟ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ! قَالَ أُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسْكَ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ! فَقَالَ فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলিয়া’ অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-র উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরির বাচ্চার কাছে পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি তার কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা কিনতে আগ্রহী? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোনো কিছুরই বিনিময়ে এটা আমরা নিতে আগ্রহী নই; আর এটা নিয়ে আমরা কী করব?! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [বিনা পয়সায়] তোমরা কি তা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা দোষী। কেননা, এর কানগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখন তো এটা মৃত! আমরা কীভাবে এটা গ্রহণ করব?

তখন নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়ে আরও বেশি নগণ্য। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৫৭]

সাহল ইবনে সা'দ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন-

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

আল্লাহর নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানও হত, তা হলে তিনি কোনো কাফেরকে এখানকার পানির একটি ঢোকও পান করাতেন না। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩২০]

এ দুনিয়ার কোনো নেয়ামত এ পর্যায়ের নয়, যা পেলে আনন্দিত হওয়া যায় কিংবা হাতছাড়া হয়ে গেলে পেরেশান হতে হয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- যে ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিনার আছে, সে কি 'যাহেদ' [দুনিয়াবিমুখ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত] হতে পারে? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন- হাঁ, যদি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটলে আনন্দিত না হয় এবং হ্রাস পেলে দুঃখিতও না হয়। [মাদারিজুস সালিকীন : ১/৪৬৫, ফয়যুল কদীর : ৪/৭২]

মিহসান আল-আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজনসহ সকালে উপনীত হয়, শরীর সুস্থ থাকে এবং তার কাছে এক দিনের খোরাক থাকে, তা হলে যেন তার জন্য গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হল। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৪৬]

বিলাসিতা করবেন না

অতএব, মানুষের উচিত, দুনিয়া ও দুনিয়ার উপার্জনকে মানসিক প্রশস্ততা ও উদারতার সাথে গ্রহণ করা। একদিকে যেমন সম্পদ উপার্জন করবে, অন্যদিকে এ সম্পদ একজনকে হাদিয়া দিবে, আরেকজনকে সাহায্য করবে, অপরজনকে দান করবে। এভাবে কেমন যেন মানুষের সম্পদই তার কাছে গচ্ছিত রয়েছে।

৩. নিজের চেয়ে ধনীদের দিকে না তাকানো

দুনিয়ার জীবনে পার্থিব ধন-সম্পদ ও নেয়ামতের বিচারে যারা নিজের চেয়ে বড় ও ধনী, তাদের দিকে না তাকানো; তাদের মতো হতে না চাওয়া। বরং যারা নিজের চেয়ে নিম্ন মানের, তাদের দেখা, তাদের দিকে তাকানো। তা হলে নিজের উপর আল্লাহ ﷻ-র কী কী নেয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা উপলব্ধি করা যাবে।

৪. আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার রাস টেনে ধরা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন কোনো ভিনদেশী মুসাফির কিংবা একজন পথিক। আর ইবনে উমর ﷺ বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে ভোরের অপেক্ষা করো না আর ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার অসুস্থ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬]

হাফস ইবনে সুলাইমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি আবু যর رضي الله عنه-র ঘরে প্রবেশ করে ঘরের এদিক-সেদিক চোখ ঘোরাতে লাগল। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করল, আবু যর! আপনার ঘরের আসবাবপত্র কোথায়?

আবু যর رضي الله عنه বললেন, আমাদের আরেকটি ঘর আছে। সে ঘরে আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট আসবাবগুলো রেখে দিয়েছি। [এ বলে তিনি আখেরাতের ঘরের কথা বুঝিয়েছেন।]

আগন্তুক বলল, তা ঠিক। কিন্তু যতদিন আপনি এখানে [দুনিয়ায়] থাকবেন, ততদিন তো আপনার এখানকার কিছু সামান্যদ্রব্যও প্রয়োজন রয়েছে!

আবু যর رضي الله عنه বললেন, ঘরের মালিক আমাদেরকে এখানে চিরকাল ছেড়ে রাখবেন না। [শুআবুল ইমান : ৭/৩৭৮]

৫. দুনিয়াবিমুখ মনীষীদের জীবনী পড়া

যে কেউ-ই নবীজী ﷺ-র জীবনীতে দৃষ্টি দিবে, সে-ই সেখানে এমনসব সাদাসিধে, অনাড়ম্বরপূর্ণ ও দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপনের চিত্র দেখতে পাবে, যার কোনো নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনও টেবিলের উপর আহর করেননি এবং ইন্তেকাল পর্যন্ত কখনও পাতলা রুটি খেতে পাননি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫০]

অপর এক হাদীসে আবু হাযেম رضي الله عنه এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْنَئَ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْنَئَ مِنْ

বিলাসিতা করবেন না

حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخَلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينَاهُ فَأَكَلْنَاهُ .

আমি সাহল ইবনে সা'দ রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সঃ কি ময়দা খেয়েছেন? সাহল রাঃ বললেন, আল্লাহ যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সঃ-কে পাঠিয়েছেন, তখন থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনোদিন তিনি ময়দা দেখেননি। তিনি [বর্ণনাকারী আবু হাযেম রাঃ] বলেন, আমি আবার তাঁকে [সাহল ইবনে সা'দ রাঃ-কে] জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সঃ-র যুগে কি আপনাদের চালুনি ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সঃ-কে পাঠিয়েছেন, তখন থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনোদিন তিনি চালুনিও দেখেননি। তিনি [আবু হাযেম রাঃ] বলেন, আমি বললাম, তা হলে আপনারা না চলে যবের আটা খেতেন কীভাবে? তিনি বললেন, আমরা যব পিষে তাতে ফুঁ দিতাম। এতে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত আর যা বাকি থাকত, তা মুখে নিতম; অতঃপর খেতাম। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪১৩]

আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بَرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .

মুহাম্মাদ সঃ-র পরিবারবর্গ মদীনায়ে আসার পর থেকে এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি এবং এ অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৪]

আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে তিনি বলেন—

كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لَيْفٍ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-র বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৬]

কাতাদা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاءَ سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

আমরা এমন অবস্থায় আনাস ইবনে মালেক রাঃ-র কাছে গেলাম যে, তাঁর পাচক [মেহমানদারির জন্য] দাঁড়ানো ছিল। আনাস রাঃ বললেন, আপনারা খান। আমি জানি না, নবীজী সঃ ইস্তেকালের আগ পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন কি না। আর তিনি কখনও ভূনা বকরির গোশত দেখেননি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৭]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবু বুরদা রাঃ বলেন—

أُخْرِجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ.

আয়েশা রাঃ একবার একটি কস্বল ও মোটা ইয়ার নিয়ে আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, এ দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সঃ-র রূহ কবজ করা হয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮১৮]

আসুন পিছনে ফিরে গিয়ে দেখি নবী কারীম সঃ-র এক মহান সাহাবী কীভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি নবীজী সঃ-র কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা রাঃ-কে বিয়ে করেছিলেন। একদিন ভোরে উভয়েই ঘুম থেকে ওঠে ঘরে খাবার তাল্লাশ করলেন। কিন্তু সারা ঘর খুঁজেও খাওয়ার মতো কিছু পেলেন না।

সময়টি ছিল শীতকাল। চারদিকে কনকনে শীত। আলী রাঃ একটি গরম কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে পড়লেন। বিভিন্ন স্থানে রিযিক অনুসন্ধান করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মদীনার পাশে এক ইহুদী বাস করে, যার একটি বাগান আছে। আলী রাঃ সেদিকেই গেলেন।

বিলাসিতা করবেন না

বাগানে যেতেই ইহুদী তাকে দেখে বলল, ওহে! এসো। কুয়া থেকে পানি তুলে দাও। প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে আমি তোমাকে একটি করে খেজুর দিব। আলী عليه السلام সম্মত হলেন। বিরাট এক বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলতে শুরু করলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করলেন। যতক্ষণ না তাঁর হাত ও সারা শরীরে ব্যথা অনুভব হতে লাগল, ততক্ষণ তিনি এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গেলেন। বিনিময়ে তিনি যে ক'টি খেজুর পেলেন, তা নিয়ে সোজা চলে গেলেন নবীজী ﷺ-র দরবারে। তা থেকে কিছু নবীজীকে দিলেন। যে ক'টি বেঁচে ছিল তা নিয়ে বাড়ি রওয়ানা হলেন। তিনি ও ফাতেমা عليها السلام তা দিয়ে সারা দিন পার করলেন।

এ ছিল তাঁদের জীবন! তারপরও তাঁদের অনুভূতি ছিল এই যে, তাঁদের ঘরবাড়ি আলো ও সুখ-শান্তিতে ভরপুর ছিল। কারণ, নবী কারীম ﷺ-র উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। অন্তরের আধ্যাত্মিক আলোতে তাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করেছেন এবং একই সাথে মিথ্যাকে চিনে তা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা সত্যের পথে অটল ছিলেন। আর মিথ্যা থেকে ছিলেন বহু বহু দূরে।

কারুন ও হামান এ সুখ কোথায় পাবে? একজনকে তো জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আরেকজনকে চির অভিশপ্ত করা হয়েছে!

﴿كَثَلْ غَيْثٍ آعَجَبَ الْكَفَّارُ نَبَأَهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فِتْرَتَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾

এর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণের দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়।

[সূরা হাদীদ : ২০]

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইয়ামও সাদাসিধে জীবন যাপন করেছেন। তাঁরাও দুনিয়াবিমুখতা ও বিলাসী উপকরণ পরিহার করার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আপনি মুসআব ইবনে উমাইর عليه السلام-র কথাই ধরুন না। যাকে দিয়ে কুরাইশরা বিলাসিতার উপমা দিত। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ-সুগন্ধি ও

চালচলনে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এক সময় [ইসলাম গ্রহণ করে] বিলাসিতার জীবন ছেড়ে দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের কাতারে এসে शामिल হলেন। [শুধু বিলাসিতা ছাড়েনইনি, বরং শেষ জীবনে তাঁর অবস্থা হয়েছিল এমন] তিনি মারা যাওয়ার পর কাফন পরানোর মতো কাপড়ও তাঁর ছিল না। ছিল শুধু একটি চাদর। যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত, পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত। [আছ-হিকাত লি ইবনি হিব্বান : ১/২৩৪]

উমর ইবনে আবদুল আযীয رضي الله عنه। বিলাসিতার জীবন ছেড়ে সাদাসিধে জীবন গ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনে আবদুল আযীয رضي الله عنه আমাকে তাঁর জন্য কিছু কাপড় কিনে আনতে বললেন। তিনি তখন মদীনার শাসক। আমি তাঁর জন্য কয়েকটি কাপড় কিনে আনলাম। সেগুলোর মধ্যে একটি কাপড়ের মূল্য ছিল চার শ' দিরহাম। কাপড়টি কেটে তাঁর জন্য জামা বানানো হলে তিনি তাতে হাত দিয়ে বললেন— কত মোটা ও খসখসে কাপড় এটা!

এরপর। যখন তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন। আবার তার জন্য কিছু কাপড় কিনে আনার জন্য বললেন। লোকেরা মাত্র চৌদ্দ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনে আনল। সেই কাপড়ে হাত দিয়ে তিনি বললেন— সুবহানাল্লাহ! কত কোমল ও মিহি কাপড় এটি! [আত-তবকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ : ৫/৩৩৪]

উমর ইবনে আবদুল আযীয رضي الله عنه এর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয একদিন তার পিতার কাছে এসে পোশাক চাইল। তখন তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন। ছেলে বলল, পিতা! আমার পোশাকের প্রয়োজন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয رضي الله عنه বললেন, তুমি খিয়ার ইবনে রিয়াহ আল-বসরীর কাছে যাও। তার কাছে আমার কিছু কাপড় আছে। সেখান থেকে যেটা তোমার পছন্দ নিয়ে নিয়ে।

বিলাসিতা করবেন না

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে খিয়ার ইবনে রিয়াহ এর কাছে গিয়ে বলল, আমি আমার পিতার কাছে পোশাক চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, ‘খিয়ার ইবনে রিয়াহ এর কাছে আমার কিছু কাপড় আছে। সেখান থেকে যেটা তোমার পছন্দ নিয়ে নিয়ো।’

খিয়ার ইবনে রিয়াহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন সত্য বলেছেন। এ বলে তিনি নিম্ন মানের কিছু কাপড় বের করে দিলেন এবং বললেন, আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের এ কাপড়গুলোই আছে। এখান থেকে তোমার যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নাও।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয কোনো কাপড় না নিয়ে সোজা চলে এল তার পিতার কাছে। বলল, পিতা! আমি আপনার কাছে পোশাক চেয়েছিলাম। আপনি আমাকে পাঠালেন খিয়ার ইবনে রিয়াহ এর কাছে। তিনি আমাকে এমন কতগুলো কাপড় দেখালেন, যা আমার নয় এবং আমার কওমেরও নয়। [এ কাপড় পরিধান করা কীভাবে সম্ভব?]

ছেলের কথা শুনে উমর ইবনে আবদুল আযীয ﷺ বললেন, লোকটির কাছে আমার এ কাপড়গুলোই আছে।

পিতার কথা শুনে ছেলে বেরিয়ে যেতে লাগল। যখন সে দরজা অতিক্রম করার উপক্রম করল, তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয ﷺ তাকে ডেকে বললেন, আমি কি [বাইতুল মাল থেকে সাধারণ নাগরিকদের যে ভাতা প্রদান করা হয়, তা থেকে] তোমার ভাতার এক শ’ দিরহাম অগ্রিম দিয়ে দিব?

ছেলে জওয়াব দিল, হ্যাঁ, দিয়ে দিন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ﷺ ছেলেকে ভাতার এক শ’ দিরহাম অগ্রিম দিয়ে দিলেন। অতঃপর নাগরিকদের ভাতা দেওয়ার সময় হলে তার ভাতা হিসাব করে কেটে রেখে দেওয়া হল। [তারীখে দিমাশক : ১৭/৬৬-৬৭]

উমর ইবনে আবদুল আযীয রাঃ ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মাপের যাহেদ; দুনিয়াবিমুখ। মালেক ইবনে দীনার রাঃ বলতেন- মানুষ বলে মালেক ইবনে দীনার যাহেদ। আরে! যাহেদ তো হচ্ছে উমর ইবনে আবদুল আযীয। তাঁর কাছে দুনিয়া এসেছিল, কিন্তু তিনি দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। [আস-সুন্নাহ লি আবদিব্লাহ ইবনি আহমাদ : ১/১১৯]

৬. সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু নেয়ামত ছেড়ে দেওয়া

বিলাসিতার গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসা হচ্ছে, সাধ্য-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু নেয়ামত ছেড়ে দেওয়া; গ্রহণ না করা।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَ مِنْ أَيِّ حُلٍّ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত দামি পোশাক পরা ছেড়ে দিবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের পোশাকের মধ্য থেকে যেকোনো পোশাক পরিধান করার এখতিয়ার দিবেন। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৮১]

অপর এক হাদীসে আবু উসমান রাঃ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

كُتِبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِجَانَ يَا عُثْبَةَ بَنَ فَرَقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَذِّكَ وَلَا مِنْ كَذِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَذِّ أُمِّكَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزَيَّ أَهْلِ الشَّرِّكَ وَلَبُؤَسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُؤَسِ الْحَرِيرِ.

আমরা আজারবাইজান-এ ছিলাম। এ সময় উমর রাঃ আমাদের [দলপতির] কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবা ইবনে ফারকাদ! এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার বাবা-মায়েরও

বিলাসিতা করবেন না

কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেমন নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ কর, তেমনভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরও পেটপুরে ভক্ষণ করাও। আর সাবধান! বিলাসিতা, মুশরিকদের বেশভূষা এবং রেশমি কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৯]

উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন—

ذُرُوا التَّنَعُّمَ وَزَيِّ الْعَجَمِ.

তোমরা বিলাসিতা ও অনারবদের বেশ-ভূষা পরিহার কর।
[মুসনাদে আহমাদ : ১/৩৯৪]

অপর এক হাদীসে আবু উমামা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُنْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মালামাল রয়েছে, তা খরচ করতে থাক; এটা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি তুমি তা খরচ [দান] না করে কুক্ষিগত করে রাখ, তা হলে এটা তোমার জন্য অকল্যাণকর। তবে প্রয়োজন পরিমাণ রাখায় [কোনো দোষ নেই এবং সে জন্য] তোমাকে ভৎসনা করা হবে না। যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে, তাদের দিয়েই খরচ শুরু করবে। আর [জেনে রেখো!] উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৬]

৭. পরোপকার করুন

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِعَبْدِهِ وَهُوَ يُحَاسِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ! جُعْتُ وَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ : كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ جَاعٌ فَمَا أَطْعَمْتَهُ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ

وَجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي . يَا ابْنَ آدَمَ! ظَمِئْتُ فَلَمْ تُسْقِنِي . قَالَ : كَيْفَ
أُسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَ ابْنَ
فُلَانٍ ظَمِيَ فَمَا أُسْقِيْتُهُ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أُسْقِيْتُهُ وَجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي . يَا
ابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ : كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ!؟
قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ مَرِضَ فَمَا عُدْتُهُ ، أَمَا إِنَّكَ
لَوْ عُدْتُهُ وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.

কেয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার হিসাব গ্রহণের সময় বলবেন, হে
আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে
খাওয়াওনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে কীভাবে
খাওয়াব, অথচ আপনি হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক?
আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত
ছিল? তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি যদি তাকে খাওয়াতে, তা
হলে তা আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি পিপাসার্ত
ছিলাম কিন্তু আমাকে পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ!
আপনি হলে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি আপনাকে
কীভাবে পান করাব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার
অমুক বান্দা পিপাসার্ত ছিল? তুমি যদি তাকে পান করাতে তা
হলে তা আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ
ছিলাম কিন্তু তুমি আমার শুল্শা করনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ!
আমি আপনার শুল্শা করব কীভাবে, অথচ আপনি হলেন সমগ্র
বিশ্বজগতের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না
আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি যদি তার শুল্শা করতে,
তা হলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।

এখানে হাদীসের তৃতীয় অংশে এসে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, ‘তা হলে
তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।’ অথচ পূর্বের দুই স্থানে বলেছেন,
‘তা হলে তা [অর্থাৎ তার প্রতিদান] আমার কাছে পেতে।’ পার্থক্যের
কারণ হল, অসুস্থ ব্যক্তিদের মন ভাঙা থাকে। আর ভগ্নহৃদয় মানুষের
সঙ্গে আল্লাহ ﷻ থাকেন। [সহিহ মুসলিম : ৬৭২১]

বিলাসিতা করবেন না

যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَّطْبَةٌ أَجْرٌ.

প্রতিটি তাজা কলিজাতেই সাওয়াব আছে। [সহিহ বুখারি : ২৩৬৩]

অর্থাৎ জীবিত যে কোনো সৃষ্টি বা জীবের সেবাতেই প্রতিদান আছে।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ.

যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা থেকে ওই ব্যক্তিকে কিছু দেয় যার কিছুই নেই। যার কাছে অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা থেকে ওই ব্যক্তিকে দেয়, যার কোনো বাহন নেই। [সহিহ মুসলিম : ৪৬১৪]

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

তারা অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত। [সূরা হাশর : ৯]

৮. দান-সদকা

যে সকল বিষয় শান্তি বয়ে আনে এবং দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও দুঃখ-দুর্দশা দূরে করে, তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও দান-সদকা করা অন্যতম।

﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর। [সূরা বাকারা : ২৫৪]

﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾

যেসব নারী-পুরুষ দান করে। [সূরা আহযাব : ৩৫]

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۚ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের ন্যায়, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর তা দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। [সূরা বাকারা : ২৬৫]

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾

তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯]

কৃপণ লোকের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারা সর্বদাই অশান্তিবোধ করে। তারা এতটাই সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতেও তারা কৃপণতা করে। আল্লাহ ﷻ-র রহমতের ভাগ নিতেও তারা ব্যয়কুষ্ঠ। তারা যদি জানতে পরত যে, মানুষকে দান করা কত ফযীলত ও সৌভাগ্যের বিষয়, তা হলে খুব দ্রুতই তারা তাতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত।

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। [সূরা তাগাবুন : ১৭]

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তাহাই সফলকাম। [সূরা হাশর : ৯]

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। [সূরা বাকারা : ৩]

এক কবি বলেছেন—

‘আল্লাহ ﷻ যা কিছু দান করেছেন, তা থেকে খরচ কর। ধন-সম্পদ ধার দেওয়া বস্তু। তোমার জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে। ধন-সম্পদ পানির মতো। যদি তার গতিপথ রোধ করে দাও, তা হলে পানি নষ্ট

বিলাসিতা করবেন না

হয়ে যাবে। আর যদি তাকে তার আপন গতি চলতে দাও, তা হলে তা নির্মল ও সূচ্ছ থাকবে।’

বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ তার স্ত্রীকে প্রতিদিন বলতেন—

‘মেহমানদের মেহমানদারীর জন্য অপেক্ষা কর। অপেক্ষা করে দেখ কোনো ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত মুসাফির আসে কি না।’

তিনি আরও বলতেন—

‘যখন তুমি খাবার প্রস্তুত কর, তখন একজন মেহমানও খুঁজে এনো। কেননা, আমি তা একাকী খাব না।’

নীচের কবিতায় তিনি তার দর্শন ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

‘আমাকে এমন একজন দানশীল ব্যক্তি দেখাও, যিনি [দান করে অভাবে পড়ে না খেয়ে] সময়ের সময়ের আগেই মারা গেছে। অথবা এমন একজন কৃপণ লোক দেখাও, যে [দান না করে, বরং ধন-সম্পদ জমা করে] চিরজীবী হয়েছে। তা হলে আমার অন্তর শান্তি পাবে।’

৯. চিরস্থায়ী ধনভাণ্ডার

ঈমান, ইসলাম, নেক আমল, জিহাদ, তাওবা, ইস্তিগফার প্রভৃতি মহা নেয়ামতই হল এমন ধন-ভাণ্ডার, যা সব সময় তার মালিকের সঙ্গে থাকবে। এ-ই হচ্ছে চিরস্থায়ী ধন-ভাণ্ডার।

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

সালাতে তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহকে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, সমস্ত কিতাবের

প্রতি ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং সম্পদের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে, এতিমদেরকে, অভাবগ্রস্তদেরকে, মুসাফিরদেরকে, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ-সম্পদ দান করলে এবং নামায কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ করলে এবং অর্থ সংকটের সময়ে, দুঃখ-কষ্টের সময়ে ও যুদ্ধের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করলে। [আর যারা এ সকল নেক আমল করে] তারাই ন্যায়পরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী। [সূরা বাকারা : ১৭৭]

আখেরাতের সফলতা ও সৌভাগ্য দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতার সঙ্গে জড়িত। আমাদের জেনে রাখা উচিত, দুনিয়ার এ জীবন আখেরাতের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবন মূলত একটিই— দৃশ্য ও অদৃশ্য; দুনিয়া ও আখেরা; আজ ও কাল।

কেউ কেউ পার্থিব এ জীবনকেই সবকিছু মনে করে থাকে। তারা সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এ জীবন চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর যখন তারা মারা যায়, তখন তাদের বুকে কত শত সূপ্ন ও সাধ অপূর্ণ থেকে যায়।

বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা সকাল-সন্ধ্যা আমাদের ঘর থেকে বাইরে বের হই। কিন্তু যে জীবিত থাকে তার প্রয়োজন কোনোদিন শেষ হয় না। মানুষ মারা গেলেই কেবল তার প্রয়োজন শেষ হয়। যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তার প্রয়োজনও বাকি থাকে। সকাল-সন্ধ্যার এ আসা-যাওয়া শিশুকে যুবক আর যুবককে বৃদ্ধি বানিয়ে দিচ্ছে। যখন একটি দিন চলে যায় আর রাতের আগমন ঘটে, তখন দ্বিতীয় আরেকটি নতুন ও প্রাণবন্ত দিন আগমনের অপেক্ষায় থাকে। এভাবেই চলতে থাকে আমাদের জীবনপরিক্রমা।

আমি আমার নিজের উপর এবং আশপাশের মানুষের উপর আশ্চর্য হই! কত বড় বড় আশা ও দীর্ঘকালীন আকাঙ্ক্ষা আমাদের! কত সূপ্ন দেখি আমরা! কত সাধনা আমাদের! অতঃপর একদিন আমরা এ দুনিয়া ছেড়ে এমনভাবে চলে যাই যে, আমাদের সঙ্গে না কোনো

বিলাসিতা করবেন না

পরামর্শ করা হয়, না আমাদেরকে কোনো এখিত্যার দেওয়া হয় আর না পূর্বে কোনো সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়।

﴿وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

কেউ জানে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। [সূরা লোকমান : ৩৪]

আমি তিনটি বিষয় আপনার সামনে তুলে ধরছি। বিষয়গুলো নিয়ে আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন—

১. আপনি কি মনে করেন আপনি আপনার প্রভুর হুকুম-আহকাম অমান্য করে, তাঁর দেওয়া বিধান ও তাকদীদে প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে এবং আপনার যোগ্যতা, রিযিক ও প্রাপ্তি নিয়ে অসন্তুষ্ট থেকে কোথাও সুখ ও শান্তি খুঁজে পাবেন?
২. আপনি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যে অনুগ্রহ, কল্যাণ ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, আপনি কি তার যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন, যার ফলে আপনি অন্যান্য অনুগ্রহ চাওয়ার যোগ্য হতে পারেন? যে ব্যক্তি অল্প কাজ করতে অক্ষম, সে আরও বেশি কাজ সম্পাদন করবে কীভাবে? যে অল্পের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে অধিকের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে কীভাবে?
৩. আল্লাহ ﷻ আমাদের যা দিয়েছেন, কেন আমরা তা থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হই না? কেন আমরা সেগুলোকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগিয়ে তাতে বৃদ্ধি ঘটাই না। যদি আমরা তা করতাম, তা হলে আল্লাহ ﷻ আমাদের যা দিয়েছেন, তা দ্বারাই নিজেরাও অধিক হারে কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম এবং সমাজেও বিরাট অবদান রাখতে পারতাম।

উৎকৃষ্ট গুণাবলি ও বড় বড় যোগ্যতা প্রায়ই আমাদের মেধা ও মস্তিষ্কে সুপ্ত থাকে। কিন্তু আমাদের অনেকের মাঝেই তা মাটির নীচে লুকায়িত মূল্যবান খনিজ পদার্থের মতো। যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। তারা সেগুলোকে খুঁড়ে বের করে এনে ধুয়ে-মুছে ও ঘষে-মেজে কাজে লাগাতে পারে না।

অতএব, আমাদের কাজ হল আমাদের মেধা ও যোগ্যতাকে খুঁড়ে বের করে আনা এবং যথাযথভাবে তাকে কাজে লাগানো। অতঃপর উত্তরোত্তর তার উন্নতি সাধন ও বৃদ্ধি ঘটানো।

১০. দরিদ্র ও সাধারণ মানুষদের পানাহারে শরিক হওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ.

একবার রাসূলুল্লাহ সঃ পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন। [এমন সময়] আব্বাস রাঃ [তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে] বললেন, ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ সঃ-র জন্য তার কাছ থেকে পানি নিয়ে এসো। নবীজী সঃ বললেন, [এখান থেকেই] পান করান। আব্বাস রাঃ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা এই পানিতে হাত লাগায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, [এখান থেকেই] পান করান। অতঃপর তিনি [সেখান থেকেই] পানি পান করলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৬]

অর্থাৎ আব্বাস রাঃ নবীজী সঃ-র জন্য এমন পানি আনতে চেয়েছিলেন, যাতে কারও হাত লাগেনি। কিন্তু নবীজী সঃ তা অস্বীকার করেছেন এবং সাধারণ মানুষের পানের জায়গা থেকে পানি পান করে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

আবু হুরায়রা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

বিলাসিতা করবেন না

যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতাও খেতে আহ্বান করা হয়, তবুও আমি তা কবুল করব এবং যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেওয়া হয়, তবুও আমি তা গ্রহণ করব। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৬৮]

অর্থাৎ আমাকে যদি এমন কোনো বস্তুও হাদিয়া দেওয়া হয়, যাতে খুব সামান্য গোশত থাকে কিংবা আদৌ কোনো গোশত না থাকে, আমি সেটাও গ্রহণ করব। ফিরিয়ে দিব না।

প্রিয় পাঠক!

এ হল বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিলাসিতা পরিহার করা এবং বিলাসিতার সঙ্গে লড়াই করার মাধ্যমসমূহের কয়েকটি, যা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হল। এ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। কেননা, তারাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যত। তারা যদি এখন এই অবস্থা, পরিবেশ ও বিলাসিতার মাঝেই বড় হতে থাকে, তা হলে -সুনিশ্চিত জেনে রাখুন- আমাদের জন্য গভীর অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, যদি না আল্লাহ ﷻ নিজ কুদরতে আমাদের হেফাজত করেন।

পরিশিষ্ট

বিলাসীদের আয়েশী জীবন পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য বৈ কিছু নয়। তাদের এ নেয়ামত চিরস্থায়ী নয়। অচিরেই এ নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে। আসবে পরিবর্তন। আল্লাহ ﷻ তো এসবের মাধ্যমে কেবল তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন। অবশ্য তাঁর বান্দাদের খুব কম সংখ্যকই শোকর-গুজার।

কবি বলেছেন—

إِذَا مَا كَسَاكَ الدَّهْرُ ثَوْبَ مَصْحَةٍ
وَلَمْ يَخُلْ مِنْ قُوتٍ يَحْلَى وَيَعْزِبُ
فَلَا تَغْبِطَنَّ الْمُتَرْفِينَ فَإِنَّهُ
عَلَى حَسْبٍ مَا يُعْطِيهِمُ الدَّهْرُ يَسْلُبُ

যামানা যখন তোমাকে সুস্থতার পোশাক পরিধান कराবে এবং তুমি আহার-বিহার থেকে বঞ্চিত থাকবে না, তখন তুমি বিলাসীদের নিয়ে ঈর্ষা করো না। কেননা, যামানা তাদেরকে যা দিয়েছে, তা আবার ফিরিয়ে নেবে। [ফয়যুল কদীর : ৬/৬৮]

প্রিয় পাঠক!

আপনি অপচয়ের ক্ষতি ও বিলাসিতার পরিণতির কথা একটু ভাবুন। এ উভয়টিই দারিদ্র্য টেনে আনে। অপচয় ও বিলাসিতা অপব্যয়ী ও বিলাসীকে লাঞ্ছিত করে। অপদস্থ করে।

বিলাসিতা সবার ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়, তবে তালিবুল ইলম ও দাঈদের ক্ষেত্রে আরও বেশি নিন্দনীয়। বিলাসিতার এ ব্যাধি বিশিষ্ট-সাধারণ সব

বিলাসিতা করবেন না

শ্রেণির মানুষের মাঝেই ছড়িয়ে পড়েছে। খুব কম মানুষই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারছে।

মনে রাখবেন, যেকোনো বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম ও গ্রহণীয়। সকল ক্ষেত্রে সর্বদা উৎকৃষ্ট বস্তুর আবশ্যিকতা বর্জনীয়। কেননা, সকল ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতার আবশ্যিকতা মানুষকে বিলাসিতা ও ঔদ্ধত্যের দিকে নিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ ও হারামেও লিপ্ত করে দেয়। কারণ, যে লোক সকল ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্টতাকে আবশ্যিক করে নেয়, কখনও সে তাতে সক্ষম না হলে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে; ফলে তখন সে নিষিদ্ধ পথে অগ্রসর হয়।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের নিয়তকে শুদ্ধ করে দেন। আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানাদিকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আমাদের জীবিকাকে প্রয়োজন পরিমাণ রাখেন এবং আমাদের যাবতীয় কাজকর্মকে সঠিক ও সুষ্ঠু করে দেন।

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সমাপ্ত

التَّرفُّ

بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

বিলাসিতা

করবেন না

বিলাসিতা এমন এক ধ্বংসাত্মক রোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি, যা কোনো জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তাদের কর্মস্পৃহা, কর্মদক্ষতা, সঙ্কল্প ও গতিময়তা ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলে; এসব গুণের স্থানে জন্ম দেয় অলসতা, কুড়েমি, দুর্বলতা ও মস্তুরতা। জাতির জীবনাচার ও বোধ-বিশ্বাসকে করে তুলে পার্থিব জীবনমুখী; ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় এঁটে দেয় পার্থিব জীবনের মায়া-মোহ ও ভালোবাসা-প্রীতি।

একইভাবে বিলাসিতা কোনো ব্যক্তির মাঝে বাসা বাঁধলে ব্যক্তিকে করে তোলে দুর্বল, অক্ষম ও শক্তিহীন। বিলাসিতা ব্যক্তির দুর্বলতা, অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার পরিচয় বহন করে। ব্যক্তিকে চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের পরিবর্তে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও কর্মহীনতায় উৎসাহিত করে।

তাই, এ ব্যাধির গুরুতরতা, ভয়াবহতা ও সর্বগ্রাসী অকল্যাণের কথা বিবেচনা করে এ নিয়ে আলোচনা করা এবং এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সংশোধনের চেষ্টা করা আমাদের সকলের জন্যই একান্ত জরুরি।